হিন্দু সংহতি

স্বদেশ সংহতি সংবাদ

Website : www.hindusamhati.net/www.hindusamhatibangla.com

Vol. No. 7, Issue No. 07, Reg. No. WBBEN/2010/34131, Rs. 2.00, July 2018

যখন সন্ন্যাসী হই, তখন বুঝেসুঝেই এ পথ বেছে নিয়েছিলাম; বুঝেছিলাম অনাহারে মরতে হবে। তাতে কি হয়েছে? আমি তো ভিখারী; আমার বন্ধুরা সব গরিব; গরিবদের আমি ভালোবাসি; দারিদ্র্যকে সাদরে বরণ করি। কখন কখন যে আমায় উপবাস ক'রে কাটাতে হয়, তাতে আমি খুশী। আমি কাহারও সাহায্য চাই না - তার প্রয়োজন কি?

—স্বামী বিবেকানন্দ

গরু ব্যবসায়ীদের হাতে আক্রান্ত, প্রতিরোধ আদিবাসী হিন্দুদের

গত বুধবার অর্থাৎ ১৩.০৬.২০১৮ তারিখ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার কোতয়ালী থানার (সদর) ৭ নং বনপুরা অঞ্চলের মহাদেব চক গ্রামে আদিবাসীদের উপর ঘটে গেল বিরাট পরিকল্পিত সাম্প্রদায়িক হামলা।

পাশের গ্রামের গরু ব্যাপারী মধু- মহাদেব চকের ঠাকুর দাস টুডুর কাছ থেকে গরু কিনবে বলে ঘটনার দু'দিন আগে অর্থাৎ ১১ তারিখে ত্রিশ হাজার টাকার গরুকে রাজী না হওয়া সত্ত্বেও জোর করেই ঊনত্রিশ হাজার টাকায় কিনবে বলে ১০০ টাকা দিয়ে চলে যায়। ১৩.০৫.২০১৮ তারিখ এসে ২৯০০০ টাকা ঠাকুর দাসের পরিবারের সামনে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে পুরোটাকা না দিয়ে গরু নিয়ে যাওয়ার জন্য বচসা শুরু হয়। আনুমানিক আধ ঘণ্টা পর বিকাল তখন প্রায় ৪.৩০ হবে পাশের গ্রামের বনপুরা ও অযোধ্যা নগরগ্রাম থেকে সানোয়ার মল্লিক (৪৫) এর নেতৃত্বে ৫০-৬০ জন মুসলমান হাতে বোমা, পিস্তল, লাঠি, রড নিয়ে আদিবাসী গ্রামে হামলা করে। এমনকি এই আক্রমণের সময় মুসলিমরা কয়েকজন আদিবাসী হিন্দু মহিলাদের শ্লীলতাহানি করে। জিহাদি মুসলমানদের এই আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্যে আদিবাসী মহিলারা তীর ছোঁড়েন জিহাদি মুসলমানদের দিকে লক্ষ্য করে। তাতে বেশ কয়েকজন মুসলমান তীরবিদ্ধ হন। তা দেখে সব মুসলিমরা পালিয়ে যায় এলাকা ছেড়ে। এই হামলায় পোলিও রোগজনিত কারণে অসুস্থ টিংকু সোরেনের মাথায় কোপ মারে। তাতে টিংকু মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। টিংকুর চা দোকান সহ আশেপাশের দোকান ও ঘর লুটপাট করতে থাকে। টিংকুর চা দোকানের টিভি, ডিস অ্যান্টেনাসহ প্রায় ২০ হাজার টাকার মালপত্র লুটপাট করে পরে দোকান ভাঙচুর করে। পাশের দিলীপ সোরেনের গ্যারেজে ছিল ৭-৮টি সাইকেল ও ২টি মোটর সাইকেল সহ প্রায় ৫০,০০০ টাকার দোকানের জিনিসপত্র নিয়ে যাওয়ার সময় দোকানঘর ভাঙচুর করে। আরো পাশের আরো অনেকের ঘর ভাঙচুর করে।

এই আক্রমণে মহাদেবচকের টিংকু সোরেন (২৫), কাদু টুডু (২৪), লক্ষ্মী হেমব্রম (৪৫) গুরুতর জখম অবস্থা হাসপাতালে ভর্তি হয়। আর এমনিতে সাবিত্রী সোনের (৩০), চিতা টুডু (৩৫), অঞ্জলি সোরেন (২৫), মদন টুডু (৩৭), গুরুদাস মান্ডি (৩০) আহত হয়ে বাড়িতেই চিকিৎসাধীন।

বাড়ি ঘর ভাঙচুর ও লুটপাট হয় গাঁদা সোরেন (৩৫), বিরাম সোরেন (৩২), চন্দানী সোরেন (৪৫), তপন মুর্মু (৬০), কৃষ মুর্মু (২৮), লক্ষ্মণ কিসকু (২৭), পানি টুডু (৪৫) ইত্যাদি আদিবাসী ভাইবোনের। স্থানীয় আদিবাসী ভাইবোনেরা জানিয়েছেন যে, এই আক্রমণ ছিল পরিকল্পিত। ঐদিন আদিবাসী গ্রাম প্রায় পুরুষশূন্য ছিল। কারণ আদিবাসীদের দাবিদাওয়া নিয়ে বিডিও অফিসে ডেপুটেশন ছিল তবে পুলিস খুব দ্রুত দোষীদের গ্রেপ্তার করেছে। মূল অভিযুক্ত গরু ব্যবসায়ী মখুকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিস। এই ঘটনায় আদিবাসীদের মধ্যে ক্ষোভ বিরাজ করছে।

নিউ টাউনে নাবালিকাকে ধর্ষণ, গ্রেপ্তার মহম্মদ আসলাম

নিউটাউনে এক নাবালিকাকে ধর্ষণ করার দায়ে এক যুবককে গ্রেপ্তার করল বিধাননগর কমিশনারেটের পুলিশ। গত ১৮ই জুন, সোমবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে নিউ টাউনের হাতিয়াড়ায়। ধৃতের নাম মহম্মদ আসলাম। পরের দিন রাতে আসলামকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। সোমবার গভীর রাতে নিজের বাড়ি থেকে দিদির বাড়িতে যাচ্ছিল মেয়েটি। রাস্তায় আচমকাই তাকে মুখ চেপে একটি অন্ধকার জায়গায় নিয়ে যায় কয়েকজন ছেলে। সেখানেই তার উপর নির্যাতন চালানো হয় বলে অভিযোগ। নির্যাতিতা পুলিশকে জানিয়েছে, কোনও মতে সে নিজেকে ওই যুবকদের হাত থেকে ছাড়িয়ে পালিয়ে এসে অভিভাবকদের জানালে পুলিশের দ্বারস্থ হয় পরিবার। নির্যাতিতার পরিবারের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে আসলামকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তার বিরুদ্ধে পসকো আইন, অপহরণ, গণধর্ষণ-সহ একাধিক ধারায় মামলা করা হয়েছে। নাবালিকার মেডিক্যাল টেস্ট করানো হয়েছে। ঘটনার তদন্তে নেমেছে নিউ টাউন থানার পুলিশ। গতকাল ২০শে জুন, বুধবার মূল অভিযুক্ত মহম্মদ আসলামকে বারাসত আদালতে তোলা হলে বিচারক তাকে চার দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন।

"বন্দেমাতরম্"-এর স্রষ্টা

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মদিবস পালন করল হিন্দু সংহতি

বন্দেমাতরম্-এর স্রষ্টা ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের ১৮০-তম জন্মদিন পালন করল হিন্দু সংহতি। গত ২৪শে জুন উত্তর ২৪ পরগণার সোদপুরের অমরাবতীতে সংহতি কর্মীরা 'বঙ্কিমের জীবন ও সাহিত্য' নিয়ে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করে। সেখানে তপন ঘোষ সহ হিন্দু সংহতির সভাপতি দেবতনু ভট্টাচার্য্য, ব্রজেন্দ্রনাথ রায়, সুজিত মাইতি, সমীর গুহরায় উপস্থিত ছিলেন। তপন ঘোষ তাঁর বক্তব্যে বঙ্কিমচন্দ্রকে জাতীয়তাবাদের অগ্রদূত বলে উল্লেখ করেন। দেবতনু ভট্টাচার্য্য বলেন, সকলেরই বঙ্কিমের রচনা পড়া উচিত। ব্রজেন্দ্রনাথ রায় বঙ্কিমচন্দ্রের জীবন ও কর্মধারাকে পর্যালোচনা করেন। উত্তর ২৪ পরগণার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মী সংহতি সহসভাপতি দেব চ্যাটার্জীর নেতৃত্বে সমস্ত অনুষ্ঠানটি পরিচালিত হয়।

এরপর গত ২৬শে জুন মঙ্গলবার ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মদিবস পালিত হল হাওড়া জেলার অন্তর্গত ডোমজুরের বেগড়ি সরকার ভবনে। এই অনুষ্ঠানে বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাভাবনা যুগের প্রয়োজনে যে প্রাসঙ্গিকতা তা আলোচনা করা হয়। এই অনুষ্ঠান বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধান বক্তা হিন্দু সংহতির প্রতিষ্ঠাতা শ্রী তপন ঘোষ মহাশয় বলেন, বন্দেমাতরম্ শুধু গান নয় এটা জাতীয়তাবাদের বীজমন্ত্র। যেদিন কংগ্রেস এই বন্দেমাতরম্ গানকে খণ্ডিত করে দিল, সেদিনই ভারত ভাগের সূচনা হয়েছিল। তিনি আরও বলেন বন্দেমাতরম্ গানকে সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে এবং তার পুরো অংশটা যেন গাওয়া হয়। সংহতি সভাপতি শ্রী দেবতনু ভট্টাচার্য্য বলেন, বন্দেমাতরম্‌কে আমরা সঠিকভাবে গ্রহণ করলে দেশভাগ হতো না। আজ আবার নতুন করে দেশভাগের চক্রান্ত চলছে। তাই বন্দেমাতরম্ আজও সমানভাবে প্রতিটি জাতীয়তাবাদী মানুষের কাছে প্রাসঙ্গিক। সমস্ত সভাটি পরিচালনা করেন সহ-সভাপতি শ্রী সমীর গুহরায়। এছাড়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হিন্দু সংহতির উপদেষ্টা চিত্তরঞ্জন দে মহাশয়। এই অনুষ্ঠানে হাওড়া জেলার বিভিন্নপ্রান্তের কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়াও হুগলি জেলার চণ্ডীতলা থানার অন্তর্গত কানাইডাঙ্গা কালীমন্দির প্রাঙ্গণে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ১৮০ তম জন্মদিবস পালিত হয়। এর সঙ্গে হিন্দু সংহতির পক্ষ থেকে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল। এই আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন হিন্দু সংহতির সহ-সভাপতি শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ এবং হুগলি জেলার সভাপতি শ্রী প্রার্থপ্রতিম ঘোষ।

উলুবেড়িয়াতে ঈদের রাত্রে হিন্দু মন্দিরে হামলা

হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া শহরের কালীবাড়ির জেটিঘাট এলাকা। ওই রোডের পাশে একটি কালী মন্দির রয়েছে। আর মন্দিরের আশেপাশেই রয়েছে বেশকিছু হিন্দু মালিকানাধীন দোকানঘর। গত ১৭ই জুন, রবিবার রাতে ওই মন্দিরের দুষ্কৃতিরা কালীপ্রতিমা ভাঙচুর করার উদ্দেশ্যে মন্দিরে মদের বোতল, ইট পাথর ছোঁড়ে। ইটের আঘাতে মন্দিরের পুজোর থালা, পুজোর প্রদীপ ও অন্যান্য বাসনপত্র এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে থাকে। তারপর পাশের কয়েকটি হিন্দু দোকানের টালির চাল ভাঙচুর করে দুষ্কৃতিরা। তবে মন্দিরের বাইরে লোহার শক্ত দরজা থাকায় মন্দিরের বড়োসড়ো কোনোও ক্ষতি করতে পারেনি। তা না হলে দুষ্কৃতিরা প্রতিমা ভেঙে গুঁড়িয়ে দিত মনে করছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছে যে, তাদের সন্দেহ মুসলিমরা জোর করে মন্দিরের কাছেই ঈদের গেট তৈরি করে, যদিও মুসলিম পাড়ার অনেকে দূরে অবস্থিত। আর সেই ঈদের গেট তৈরি করা নিয়ে হিন্দু- মুসলিমদের মধ্যে মন কষাকষি ছিল। তাছাড়া মন্দির থেকে দু'মিনিটের হাঁট পথে উলুবেড়িয়া থানা, উলুবেড়িয়া মহকুমা শাসকের অফিস থাকা সত্ত্বেও কিভাবে মন্দিরে দুষ্কৃতিরা হামলা চালাতে পারল, ত নিয়ে স্থানীয় হিন্দুরা ক্ষুব্ধ। ঘটনায় পুলিশ এখনো পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি। মন্দিরের সামনে বর্তমানে পুলিস মোতায়েন রয়েছে।

রথযাত্রা উপলক্ষে হিন্দু সংহতির পক্ষ থেকে সমস্ত মানুষকে জানাই শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন

আমাদের কথা

দলিত মুসলিম ঐক্য এবং নতুন গড়া বাঙালীত্ব-র জিগির দেশ ভাঙারই চক্রান্ত

দলিত হিন্দু মুসলিম ঐক্য গড়ে তোলার একটা প্রচেষ্টা সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ আসামে দারুণভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। দলিতরা হিন্দু সমাজের উচ্চবর্ণের মানুষের দ্বারা দীর্ঘদিন ধরে শোষিত, বঞ্চিত, এবং অত্যাচারিত, এর চেয়ে বরং ইসলামিক সম্প্রদায়ের মানুষের অনেকবেশি ভ্রাতৃত্বসম্পন্ন, আপনজন এমন একটা ধারণা এই দুই প্রদেশের আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে দিচ্ছে কিছু মানুষ। এটা একটা চক্রান্ত। আর এই চক্রান্তে যারা সামিল তারা দেশ, সমাজ, জাতি সর্বোপরি ধর্মের বিরোধিতা করছেন। কিন্তু কে বা কারা এই চক্রান্তে সামিল। কেনই বা এই চক্রান্ত? অবগত করতে হলে একটু পিছন ফিরে তাকানো দরকার।

বিগত শতাব্দীর আশির দশকে ভারতের পশ্চিমপ্রান্তে পাঞ্জাবের একদল বিচ্ছিন্নতাবাদী মানুষ 'খালিস্তান' নামক স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্য জঙ্গীপনা শুরু করেছিলেন, সেই সময়ে পূর্বপ্রান্তে পশ্চিমবঙ্গ-আসাম সহ পূর্বভারতের পার্বত্যরাজ্য গুলোকে নিয়ে গ্রেটার বাংলাদেশ (মোগলিস্তান) তৈরি করার স্বপ্নে মসগুল কিছু ইসললামিক মনোভাবপন্ন বিচ্ছিন্নতাবাদী। দুইয়ের পিছনেই যে বিদেশী শক্তির মদত ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু পাঞ্জাব আর বাংলা কেন? কারণ দেশভাগের সময় পুরো পাঞ্জাব ও বঙ্গদেশ ছিল পাকিস্তানের দাবি। কিন্তু পূর্ব পাঞ্জাবের শিখ সম্প্রদায়ের লড়াইয়ের ফলে যেমন তা ভারতের অঙ্গরাজ্য রয়ে গেল তেমনি বঙ্গদেশের পশ্চিম অংশে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর নেতৃত্বে পূর্বপাকিস্তানকে ভেঙে পশ্চিমবঙ্গ গড়ে তুললো, দু'দিকেই সেদিন পাকিস্তানের পরাজয় হয়েছিল। কিন্তু তারা ভোলেনি তাদের পরাজয়ের গ্লানি। দুই প্রদেশের প্রতি পাকিস্তানের নজর বহুদিনের। খালিস্তানী আন্দোলনকে পিছন থেকে মদত জুগিয়েছিল পাকিস্তান। কিন্তু শিখ জাতির দৃঢ় মানসিকতার কাছে তারা আবারও পরাজিত হয়েছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের চিত্রটা একটু অন্যরকম। যে বামপন্থীরা দেশভাগের সময় মুসলীম লীগের প্রধান সহযোগী ছিল তারাই ১৯৭৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় এল। পুরোনো দোসরকে পেয়ে বিদেশী শক্তি আবার নতুন করে বঙ্গজয়ের স্বপ্ন দেখতে লাগল। তবে পাঞ্জাবের মতো তারা হাতে অস্ত্র তুলে নেয়নি। কৌশল অবলম্বন করেছে মাত্র। তারই একটা দিক দলিত-মুসলিম ঐক্য। বৃহত্তর হিন্দু সমাজে ভাঙ্গন ধরানোই এই ঐক্যের মূল লক্ষ্য। আর এই ঐক্য ভাঙন ধরাতে পারলেই পাকিস্তান তথা ইসলামিক সমাজের লক্ষ্য পূরণ হবে। একই সঙ্গে বাঙালীত্বের জিগির তুলে হিন্দু সমাজে ভাঙনের চেষ্টা চালাচ্ছে এক শ্রেণীর মানুষ। তাদের বক্তব্যে পশ্চিম ভারত থেকে আসা বেনিয়া হিন্দুস্থানিরাই বাঙালীর সর্বনাশ করেছে বা করছে। তাই বাঙলা থেকে হিন্দীভাষী বেনিয়াদের তাড়াও। যারা বাঙলা ভাষায় কথা বলে না তারাই বাঙালীর শত্রু। আর যারা বাঙলা ভাষায় কথা বলে তারা অন্য ধর্মের ও সম্প্রদায়ের মানুষ হোন না কেন, তারাই আমাদের পরম আত্মীয়, বন্ধু। অবাক লাগে এদের অবিমৃশ্যকারী মানসিকতা দেখে। তাদের স্বার্থান্বেষী মানসিকতার জাল গ্রামগঞ্জ থেকে নাগরিক জীবনেও ছড়িয়ে দিচ্ছে। তাতে মীন থেকে রোহিতদি মৎস্য সমস্তই ধরার পরিকল্পনা। আর এই কাজে আছে বিদেশী শক্তির মদত। শুধু মদত কেন, আছে বিপুল পরিমাণ অর্থের জোগান।

আর এই টাকার কাছে নতজানু হয়ে বিদেশী শক্তির দালাল এক শ্রেণীর মানুষ সমাজ-ধর্মকে কুলষিত করছে। দেশভাগের চক্রান্ত করছে। জাতের নামে বজ্জাতি করছে।

বন্ধুরা, দলিত-মুসলিম ঐক্য অসম্ভব। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের প্রাক্ মুহূর্তে দলিত-মুসলিম ঐক্য করে দলিতদের যে চরম অপমান ও হেনস্থার শিকার হতে হয়েছে, তা কি ভুলে গেলে। ভুলে গেলে ইসলামিক সমাজের মানুষরা সেদিন শুধু স্বার্থের খাতিরে তোমাদের ভাই বলে বুকে টেনে নিয়েছিল। স্বার্থ ফুরালে হাজার হাজার দলিত হিন্দুকে নৃশংসভাবে খুন করেছিল। দলিত হিন্দু নারীকে গণধর্ষণ করে পৈশাচিক উল্লাসে মেতে উঠেছিল। তোমাদের সন্তানদের হত্যা করে তাদের কাটা মুণ্ডু নিয়ে খেলায় মেতেছিল। কারণ ইসলামিক সমাজের কাছে তোমাদের আসল পরিচয়টা ছিল তোমরা জাতে হিন্দু। মূর্তিপূজক। তাই তোমাদের প্রতি একরাশ ঘৃণা ছাড়া ওদের হৃদয়ে আর কিছু নেই। সেদিন ভুল করেছিলে। আজও কি ভুল করবে? ইতিহাস থেকে শিক্ষা নাও। নইলে, আবারও চরম বিপর্যয়ের মধ্যে পড়তে হবে আমার দলিত হিন্দু-ভাইদের।

বাঙালীত্বের জিগির যাঁরা তুলছেন তাঁদের কাছেও কিছু প্রশ্ন আছে। শুধু বাঙলা ভাষায় কথা বলে বলে ওপার বাংলা এপার বাংলার সমস্ত বাংলা ভাষাভাষির মানুষ আপন। তা অন্য ধর্মের সম্প্রদায়ের, অন্য সংস্কৃতির মানুষ হলেও আপন। আর একই ধর্ম সম্প্রদাযের মানুষ হওয়া সত্ত্বেও হিন্দিভাষীরা হল বাঙালির শত্রু। তাদের কাছে প্রশ্ন, তবে কেন দেশভাগের পর ধুতি পরিহিত বাঙালীরা ওপার বাংলায় থাকতে পারল না। তাদেরকে বেছে বেছে লুঙ্গীধারী বাঙালিরা হত্যা করলো কেন। কেন শাখা-সিঁদুর ধারী মহিলাদেরই ধর্ষণ করা হল। কেন হিন্দু বাঙালিরাই ওপার বাঙলায় জমি হারালো। এর উত্তর কি আপনাদের কাছে আছে? ভাষা নয়, ধর্ম সংস্কৃতিই একটি জাতির আসল পরিচয়। তাই সুদূর পাঞ্জাব, রাজস্থান, গুজরাট, মহারাষ্ট্রে বা দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলির হিন্দুরা আমাদের আপন, ঘরের পাশের বাঙলাভাষী পূর্ববঙ্গের ভিন্ন ধর্মীরা নয়। এটাই সত্য। এই সত্যের অপলাপ করা হল মিথ্যাচার। এই মিথ্যাচার করে চলেছে সমাজের এক শ্রেণির মানুষ। এরা দেশের শত্রু, জাতির শত্রু, এদের মুখোশটা টেনে খুলে দেওয়ার সময় এসেছে।

ঈদের দিন তমলুকে মিথ্যে অপবাদে পিটিয়ে মারলো মুসলমানরা

সম্প্রীতির বাংলায় মুসলমানরা আইন নিজেদের হাতে নিয়ে অপরাধ করবে, এই ঐতিহ্য দীর্ঘদিনের। এইরকম একটি ঘটনা ঘটলো ঈদের দিনে অর্থাৎ ১৬ই জুন পূর্ব মেদনীপুরজেলার অন্তর্গত তমলুক থানার মখুরি গ্রামে। ঈদের দিন সকালে তমলুক থানার অন্তর্গত লালদিঘি গ্রামের বাসিন্দা সঞ্জয় চন্দন মুসলিম অধ্যুষিত মখুরি গ্রামে একজনের সঙ্গে দেখা করতে যান। কিন্তু ওই এলাকায় সঞ্জয়বাবুকে দেখে তাকে ছেলেধরা সন্দেহে মুসলিমরা ঘিরে ধরে প্রচণ্ড মারতে থাকে। তারপর মুসলিমরা তাকে স্থানীয় ক্লাবে টেনে নিয়ে যায়। সেখানে তাকে নগ্ন করে মারধর করা হয়। তিনি বারবার অনুরোধ করেন যে তিনি পাশের লালদিঘি গ্রামের বাসিন্দা। কিন্তু উন্মত্ত জিহাদি মানসিকতার মুসলিমরা তার কোনো কথাই কানে তোলেনি। বিশেষ সূত্রে জানা গিয়েছে যে, মুসলিমরা তার যৌনাঙ্গ পরীক্ষা করে হিন্দু বুঝতে পারার পরই নৃশংসতা বেড়ে যায়। তার গলায় দড়ি দিয়ে বেঁধে রাস্তায় ফেলে প্রচুর মারধর করে মুসলিমরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে তমলুক থানার পুলিশ। পুলিশ সঞ্জয় চন্দ্রকে অর্ধমৃত অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে কয়েকদিন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ার পর গত ২২ শে জুন, শুক্রবার সঞ্জয় চন্দ্র মারা যান। এই ঘটনায় তমলুক শহরের বাসিন্দারা দোষীদের শাস্তির দাবীতে তমলুক শহরে বিক্ষোভ দেখায়। শেষমেশ চাপে পরে পুলিশ ৪ জন মুসলিমকে গ্রেপ্তার করেছে। তবে পুলিস তাদের নাম জানাতে অস্বীকার করে।

হাবড়ায় হিন্দু শিশু অপহরণ, গ্রেপ্তার মহম্মদ নবী

উত্তর ২৪ পরগনা জেলার অন্তর্গত হাবড়া স্টেশনে বছর পাঁচের এক ফুটফুটে শিশুকন্যাকে নিয়ে ভিক্ষা করছিল যুবক। শিশু ও যুবকের কথা শুনে সন্দেহ হয় এক দোকানির। এরপরেই এলাকার দোকানিরা এসে আটক করে তাকে। খবর পেয়ে পুলিশ এসে শিশু পাচারের অভিযোগে ওই যুবককে গ্রেফতার করে। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতের নাম মহম্মদ নবি। বাড়ি কলকাতার হেয়ার স্ট্রিট থানা এলাকায়। বিহারেও তার বাড়ি আছে। সে পুলিশকে তার চারটি নাম বলেছে। তদন্তকারী অফিসাররা বিষয়টি খতিয়ে দেখছেন। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, স্থানীয় বিড়া বা নারায়ণপুর এলাকার বাসিন্দা এই শিশুটি শুক্রবার সন্ধ্যায় ঠাকুমার সঙ্গে হাটে গিয়েছিল। ভিড়ের মধ্যে দোকানে কেনাকাটা করার সময় তিনি নাতনির হাত মুহূর্তের জন্য ছেড়ে দিয়েছিলেন। অভিযোগ, সে সময় সেখানে নবি হাজির ছিল।

পুলিশ জানিয়েছে এই শিশুকে নবি মামা বলে পরিচয় দেয়। এরপরেই তাকে খাবারের প্রলোভন দেখিয়ে সেখান থেকে নিয়ে যায়। তারা অটো করে হাবড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালের কাছে আসে। সেখানে শিশুকে সঙ্গে নিয়ে বিভিন্ন দোকানে গিয়ে ভিক্ষে করছিল নবি। পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে নবীর ব্যাগ থেকে খেলনা, ঘুমের ওষুধ ও লজেন্স পাওয়া গিয়েছে।

মেচেদায় রেল অবরোধ মুসলিমদের, দুর্ভোগ সাধারণ মানুষের

গত ২২শে জুন শুক্রবার সকালে মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত কোলাঘাটের মেচেদায় ট্রেনের ধাক্কায় এক সাইকেল আরোহীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনা ছড়ায়। মৃতের নাম আলম খান (৪৩)। তাঁর বাড়ি স্থানীয় পূর্ব বহলা এলাকায়। এই ঘটনায় উত্তেজিত এলাকাবাসী মৃতের পরিবারের একজনকে চাকরি দেওয়া ও আন্ডারপাস নির্মাণের দাবিতে প্রায় সাড়ে চার ঘণ্টা রেল অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান। এর জেরে দক্ষিণপূর্ব রেলের খড়্গপুর শাখায় ট্রেন চলাচল বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। মেচেদা ও আশপাশের স্টেশনে ১০টি এক্সপ্রেস ট্রেন ও ২০টির বেশি লোকাল ট্রেন দাঁড়িয়ে যায়। দীঘা হাওড়া কাণ্ডারি এক্সপ্রেস বাতিল করা হয়। মৃতদেহ তুলতে গেলে রেল পুলিসকে হেনস্থা করা হয়। রেলের উচ্চপদস্থ আধিকারিক, জেলা পুলিস ও প্রশাসনের আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে গিয়ে অবরোধ তোলেন। ঘটনার জেরে হাজার হাজার পর্যটক, অফিস কর্মী ও সাধারণ মানুষ ভোগান্তির শিকার হন।

মথুরাপুরে গ্রেপ্তার নারী পাচারচক্রের মাথা তসলিমা

একসময় নিজেই পাচার হয়ে গিয়েছিল। পরে সেই বনে যায় মুম্বইয়ে নারী পাচার চক্রের অন্যতম মাথা। মুম্বইয়ের নারী পাচারচক্রের এহেন বড় চাঁই তসলিমাকে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মথুরাপুর থানার পুলিস গত ১৬ই জুন, শনিবার রাতে ঘোড়াদলের বৈদ্যপাড়া থেকে গ্রেপ্তার করেছে। তসলিমার সঙ্গে দশ বছরের এক নাবালককে পাওয়া গিয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, মথুরাপুরের বাসিন্দা তসলিমা চার বছর বয়সে বেপাত্তা হয়ে যায়। পরে জানা যায়, তাকে মুম্বইতে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে। অনেকপরে তসলিমা নিজেই নারী পাচারের এক বড় পাণ্ডা বনে যায়। মথুরাপুর ছাড়াও ডায়মন্ড হারবার, কাকদ্বীপ মহকুমার এলাকা থেকে নানা টোপ দিয়ে একাধিক কিশোরীকে মুম্বই নিয়ে বিক্রি করে দিয়েছে। পুলিশ অনেকদিন ধরেই তাকে খুঁজছিল। তিন মাস আগে কাকদ্বীপ মহকুমার হারউড পয়েন্ট কোস্টার থানার এক নাবলিকাকে প্রেমের ফাঁদে ফেলে তার স্বামীর মাধ্যমে মুম্বইতে বিক্রি করে দেয়। দীর্ঘদিন অনুসন্ধানের পর মুম্বাইয়ের একটি বার থেকে সেই নাবলিকাকে উদ্ধার করা হয়। গ্রেপ্তার করা হয়েছিল গফুরকেও। এরপর তার ছবি দেওয়া হয়। সেই সূত্র ধরে মথুরাপুর থানার ওসি শিবেন্দু ঘোষ বিশাল পুলিস বাহিনী নিয়ে ঘোড়াদলের বৈদ্যপারা থেকে তসলিমাকে ধরে।

হলদিয়ার ভবানীপুরের গঙ্গেশ্বর শিব মন্দিরে চুরি

হলদিয়ার একের পর এক হিন্দু মন্দিরে চুরি হয়ে চলেছে। গত ২১ জুন, রাতে হলদিয়ার ভবানীপুর থানার অন্তর্গত দেভোগ অঞ্চলের বড়বাড়ি গ্রামের শতাব্দী প্রাচীন গঙ্গেশ্বর মন্দিরে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পরের দিন সকালে স্থানীয় বাসিন্দা ও সেবাইতরা প্রথম চুরির ঘটনা জানতে পারেন। তাঁরা এসে দেখেন মন্দিরের দরজা খোলা রয়েছে এবং প্রণামী বাক্স মাঠে পড়ে রয়েছে। মন্দির কমিটির সম্পাদক ও সদ্য জয়ী স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য সত্যেন তুঙ্গ বলেন, শিবের মাথার রূপোর মুকুট ছাড়াও ভক্তদের দান করা রুপোর তৈরি ৩০টি ত্রিশূল, ৩০টি বেলপাতাসহ প্রায় এক লক্ষ টাকার সামগ্রী চুরি গিয়েছে বলে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। সপ্তাহ খানেক আগেই এক কিলোমিটার দূরে এলাকার গৌরাঙ্গ ধাম মন্দিরে চুরি হয়েছিল। পরপর হিন্দু মন্দিরে চুরি করা হচ্ছে বলে তারা মনে করেন। এক্ষেত্রে প্রশাসন যেন দুষ্কৃতিদের যারা ধর্মবিশ্বাসে আঘাত দেবার উদ্দেশ্যে নিয়ে এই কাজ করেছ, তাদের দ্রুত গ্রেপ্তার করে শাস্তি দেয়, সেই দাবি জানান স্থানীয় বাসিন্দা।

কিবুৎজ ঃ সমাজ ও রাষ্ট্রগঠনের শতবর্ষের একটি শিক্ষা

জয়রাম

শুরুর দিনগুলি

২০০০ বছর ধরে মাতৃভূমি থেকে ক্রমাগত ইহুদী জাতি পৃথিবীর নানা দেশে শরনার্থী হয়। সুসভ্য ইহুদীরা তাদের কঠোর শ্রম ও মেধার সমন্বয়ে প্রতিটে দেশে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। সমাজের কৃতি ব্যবসায়ী, প্রযুক্তিবিদ, বিজ্ঞানী, চিকিৎসক, শিল্পী হিসাবে আশ্রয়দাতা রাষ্ট্রকে দিয়েছে নিরলস সেবা। কিন্তু বিনিময়ে একমাত্র ভারত ছাড়া প্রতিটি দেশ ভয়াবহ গণহত্যা ও নিপীড়ন চালিয়েছে ইহুদীদের উপর। শতাব্দীর পর শতাব্দী বিদেশ বিভুঁয়ে অত্যাচারিত হয়ে ঊনবিংশ শতকের শেষ থেকে তৎকালীন উসমানিয়া সাম্রাজ্যের প্রান্তভূমিতে ইহুদী ফিরে আসতে থাকে। এরই নাম হয় আলিয়া! প্রথম যারা ইস্রায়েলে ফিরে আসে তাদের মুসলিম সমাজের মাঝে বহু অসুবিধা ভোগ করতে হয়। সেই অভিজ্ঞতা থেকে ১৯০৯ সালে যারা দ্বিতীয় আলিয়া করে তারা নতুন ধরনের বসতি গড়ে তোলার পরিকল্পনা করে। শুধু মাতৃভূমিতে নতুন করে বসত করাই নয় সম্পূর্ণ নতুন এক সমাজ গঠন। তৎকালীন ইস্রায়েলকে বলা হত মৃতদেশ। শত শত বছরের মুসলিম শাসনে এই দেশ এখন শূন্য ঊষর এক ভূমি। এই ভূমিকে ফুল্লকুসুমিত করার ব্রত নিয়েই আসে ইহুদীরা। কৃষি ছাড়া তৎকালীন সময়ে আর কোন জীবিকার সম্ভাবনা ছিল না। তারা যে যৌথ কৃষিখামার গড়ে তোলে তার নাম দেয় কিবুৎজ অর্থাৎ ...সমাহার। প্রথম খামার গড়ে ওঠে দেঘানিয়া, মাত্র ১২ জন প্রাথমিক সদস্য নিয়ে। অবশ্যই একদশকের মধ্যেই শত শত প্রাথমিক সদস্য নিয়ে বড় বড় কিংবুৎজ গড়ে উঠতে থাকে। ইস্রায়েলে মূলত তিন ধরনের জমি ছিল...জলাভূমি, মরু, পাথুরে জমি। কোনটাই চাষযোগ্য ছিল না। জয়োনিস্ট কংগ্রেসের গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী সারা বিশ্বের ইহুদীদের দানে গড়ে ওঠে জুয়িস ন্যাশনাল পান্ড। এরই অর্থে জমি কিনে কৃষ্টি খামার গড়ে ওঠে। মুসলমানদের তখন আদৌ ধারণা ছিল না এই বন্ধ্যা জমি কিনে ইহুদীদের কি লাভ হবে! মুসলমানদের কাছে যা ছিল নিছক জমি ইহুদীদের কাছে ছিল হারিয়ে যাওয়া মাতৃভূমি। সেই সেচহীন জমিতে কিবুৎজের সদস্যরা সেচব্যবস্থা গড়ে তোলে। জলাভূমির জলনিষ্কাশন করে চাষযোগ্য জমি ও বসতি তৈরী হয়। কৃষিবিজ্ঞান ও ট্র্যাকটরের প্রয়োগ হয়। যে ইহুদীরা এসেছিল তারা ছিল শহুরে ব্যবসায়ী ও নানা পেশাজীবী। কেউ কৃষক ছিল না ক্ষেতে কাজ করার অভিজ্ঞতাও ছিল না। ইউরোপের শহরের জীবনযাত্রা ছেড়ে মরুময় দেশের অহ্যলাভূমিতে তীব্র রোদে দিনের পর দিন পরিশ্রম অনেককেই অসুস্থ করে তুলত। তেমনি ছিল ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড, কলেরার মতো প্রাণঘাতী রোগের আক্রমণ। জলের তীব্র সংকট, রুক্ষ মরুময় আবহাওয়া, কৃষিতে অনভিজ্ঞতা, পরিশ্রম, রোগের আক্রমন সবের মাঝে একটিই সংকল্প কিবুৎজ সদস্যদের উদ্বুদ্ধ করে যে যেভাবেই হোক তাদের মাতৃভূমিতে বাস করতেই হবে!

নতুন সমাজ গঠন

কিবুৎজ কেবল মাত্র কৃষিখামার গড়ে তোলার আন্দোলন নয়। নতুন সমাজ নতুন মানুষ গড়ার সংগ্রাম। নতুন সমাজে সবাই সমান। সকলের সাথে মিলতি এক যৌথজীবন। এই কারণে প্রত্যেকের বেতন সমান নির্দিষ্ট হয়। কাজের ছোটবড় বিভেদ ঘোচাতে সবকাজেই পর্যায়ক্রমে সকলের অংশগ্রহণ নির্দিষ্ট হয়। ফলে আজ যে হিসাবরক্ষক কাল পরশু সে চাষের ক্ষেত পোলট্রি ডেয়ারী বা রান্নাঘরে কাজ করবে। ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলতে প্রায় কিছুই রইল না। যৌথ লন্ড্রী আহারঘর তৈরী হল। এক পর্যায়ে চায়ের কেটলীর মতো সামান্যতম ব্যক্তিগত সম্পদ নিষিদ্ধ। কারণ ওইটুকুর কারণেও দম্পতির নিজেদের নিয়ে বেশী সময় ব্যয় করবে। তার বদলে তারা সকলের সাথে সময় কাটাক। খাবার ঘরেও স্বামী স্ত্রী একসাথে বসা চলত না। খাবার ঘরেও আলাদা চেয়ারের বদলে বেঞ্চের ব্যবস্থা যাতে সর্বদা যৌথ জীবনের কথা স্মরণ থাকে। কিবুৎজ পরিচালনা হত গণতান্ত্রিক পন্থায় ভোটের মাধ্যমে। এভাবে রাষ্ট্রহীন একজাতির রাষ্ট্র পরিচালনার শিক্ষা শুরু হয়। কিবুৎজ সব বড় ভূমিকা বদল হয় নারীর। নারী তাঁর পুরুষসঙ্গীকে চিরাচরিত বাঅল বা আমার প্রভুর বদলে ইশি বা আমার পুরুষ বলে সম্বোধন করতে শুরু করে। নারীর ওপর পুরুষের প্রভুত্ব শেষ করতে বিবাহ ছাড়াই নারীপুরুষের একত্রবাস স্বীকৃত হয়। সব থেকে বড় পরিবর্তন হয় চিরাচরিত কর্মক্ষেত্রে। চাষের ক্ষেত, পোলট্রি, ডেয়ারী, উদ্যানপালন, মাছচাষ, যন্ত্রসারাই, হিসাব সংরক্ষণ, সংস্থা পরিচালনা সবরকম শ্রমসাধ্য বা বৌদ্ধিক কাজে নারীর সমান সমান যোগদান বাধ্যতামূলক হয়। এইজন্য আরেকটি বিরাট পরিবর্তন আনতে হয়েছিল। নারীকে শিশুপালন থেকে মুক্তি। কিবুৎজে শিশুরা চলে এল বয়স ভিত্তিক শিশু আবাসে। মা বাবা দিনে তিনবার দেখা করে যেত। শিশু পরিচর্যা ও শিক্ষার সব দায়িত্ব নার্স ও শিক্ষিকাদের। ছেলে মেয়ে সকলের সারাদিন একসাথে খাওয়া দাওয়া লেখাপড়া খেলাধূলা হুটোপাটি। কেউ একমুঠো লজেন্স পেলে সকলের সাথে ভাগ করে খাওয়া। আবার তার মাঝেই ঝগড়াঝাঁটি। এভাবে হামাগুড়ি বয়স থেকে একদিন সবল সমর্থ যুবক যুবতী হয়ে ওঠা। এই যৌথজীবনের ফলে ভাবি রাষ্ট্রের নাগরিকরা নিজেদের মধ্যে রক্তের সম্পর্কের মতই দৃঢ় বন্ধন অনুভব করে। নতুন সমাজের ভিত্তি হল এই ভালোবাসা।

খামার রক্ষা থেকে দেশ রক্ষা

ইহুদীদের প্রথম থেকেই মুসলমানদের প্রতি ব্যবহার ছিল বন্ধুত্বপূর্ণ। গৃহনির্মান, সেচ ও চাষের ক্ষেতে মুসলমানদের প্রাথমিকভাবে কাজ দেয়ার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু মুসলমানরা কোনভাবেই সহযোগিতা করতে রাজী নয়। প্রথমে কিবুৎজ বসতিগুলোতে মুসলমানরা প্রধানত নারী অপহরণের জন্য হানা দিত। কিন্তু যখন বিপুল পরিমান ফসল উঠতে থাকে তখন ফসল লুঠ লক্ষ্য হয়ে ওঠে। ইহুদীরা বাধা দিলে ফসলের ক্ষেত জ্বালিয়া দেয়, সেচ ব্যবস্থা ধ্বংস, বাসস্থান নিশ্চিহ্ন করা শুরু হয়। শান্তিপ্রিয় ইহুদীদের কোন সামরিক ঐতিহ্য নেই। যুগে যুগে তারা কেবল অত্যাচারিত হয়ে একদেশ থেকে অন্যদেশে আশ্রয় খুঁজেছে কিন্তু এবার ইহুদীরা পণ করল...না আর দেশত্যাগ নয়... আমাদের গৃহ, ক্ষেতের ফসল, নারীর সম্মান রক্ষার জন্য লড়তে হবে... শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত লড়াই। হবে প্রতিরোধ। রাইফেল কেনা হল। ড্রিল ও সামরিক কৌশল শিখতে লাগল প্রতিটি নারীপুরুষ। ওয়াচটাওয়ার করে কিবুৎজ পাহাড়া শুরু দিবারাত্রি। এভাবেই জন্ম নিল প্রতিরক্ষা বাহিনী বার গোইরা থেকে হানানাহ। বিশ ও ত্রিশের দশকে মুসলমানদের হিংস্র আক্রমণে ক্রমাগত রক্তস্নাত হলো হিব্রুজাতি। হিব্রুদের একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার অভিযানকে প্রতিহত করতে লাগল আরো শক্তিশালী আগনাহ। এরপর এসে গেল ইস্রায়েলী রাষ্ট্রগঠনে আরবরাষ্ট্রগুলির যৌথ আক্রমণের মুহূর্ত। দেগানিয়ার কিবুৎজিম সদস্যরা রুখে দিল সিরিয় ট্যাঙ্কবাহিনীকে। সারা দেশের কিবুৎজিমের সদস্যরা বুকের রক্ত ঢেলে সদ্যপ্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রকে রক্ষা করল। হাগানাহ হয়ে উঠল ইস্রায়েল ডিফেন্স ফোর্স বা আইডি এফের ভিত্তিভূমি। শুধু প্রতিরক্ষা বাহিনী নয় অস্ত্র তৈরীতেও প্রথম কিবুৎজ। প্রথম শুরু হয় গ্রেনেড তৈরী। ধীরে ধীরে জটিল ও ব্যাপক সামরিক সম্ভারের উৎপাদনে বিনিয়োগ করতে থাকে কিবুৎজগুলি। বর্তমানে ইস্রায়েলের সামরিক শিল্পের একটা বড় অংশ জুড়ে আছে কিবুৎজ। যুদ্ধের পর যুদ্ধে বিজয়ী বিশ্বত্রাস প্রতিরক্ষা বাহিনী বিরাট গণফৌজ বিশ্বসেরা সামরিক শিল্প সবকিছুই শুরু হয়েছে ছোট্ট কিবুৎজ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ একদল নারীপুরুষের থেকে।

দেশের প্রতি অবদান

কিবুৎজগুলিতে বাস করে ইস্রায়েলের মাত্র ৫ শতাংশ। ক্ষেতখামারও অতিসামান্য। তবু কিবুৎজের ইস্রায়েলের অর্থনীতিতে অবদান চমকপ্রদ। কৃষি উৎপাদনের ৪০ শতাংশ শিল্প উৎপাদনের ৯ শতাংশ করে কিবুৎজগুলি। ইস্রায়েলের বিখ্যাত কৃষি ও সেচ ব্যবস্থা কিবুৎজেই আবিষ্কার। শুধু শিল্প বা কৃষি নয় প্রতিরক্ষায় কিবুৎজগুলির বিরাট অবদান রাখে। বেশির ভাগ কিবুৎজ সীমান্ত এলাকায় যেখানে ক্রমাগত যুদ্ধ চলে কিবুৎজের সদস্যরা সেখানে প্রতিরোধ করে। যেমন ১৯৭৩ এর ছয়দিনের যুদ্ধে ৬০০ সেনার সাথে ২০০ কিবুৎজ সদস্য বীরগতি প্রাপ্ত হয়। এমন বহু ঘটনার ফলে কিবুৎজ সদস্যরা সারাদেশেই সম্মান লাভ করে। জাতীয় পার্লামেন্টে ১৫ শতাংশ প্রতিনিধিত্ব করে কিবুৎজের সদস্যরা। কিবুৎজে সামগ্রিক ভাবে সংস্কৃতিচর্চার বিস্তৃত পরিবেশের ফলে শুধু রাজনীতি নয় সাহিত্য, চিত্রকলা, অভিনয় প্রতিটি ক্ষেত্রে বিরাট অবদান রাখে। কিবুৎজ জীবনধারা এতটাই সম্মান অর্জন করে যে ইস্রায়েল রাষ্ট্রের জনক ডেভিড কেনগুরিয়ন প্রধানমন্ত্রীত্বের শেষে আজীবন কিবুৎজ কর্মী হিসাবে নেগাভের মরুভূমিতে কাজ করেন। হিব্রু ভাষার নবজাগরনেও বিস্তৃত ভূমিকা রাখে কিবুৎজ।

সংকট

৫০-৬০-৭০-এর দশকে প্রবল আর্থিক উন্নতি করেছিল কিবুৎজ। কিবুৎজ সদসদ্যের জীবনযাত্রা সাধারণ মধ্যবিত্তদের থেকে অনেক উপরে ছিল। কিন্তু ৮০-র দশক থেকে শুধু কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি ও মূল্যবৃদ্ধির ফলে কিবুৎজগুলি আর লাভজনক রইল না। ইস্রায়েলের বহুগুণ আর্থিক উন্নতি হয়েছে ফলে জীবিকার বহু সুযোগ। যৌথ কমিউন জীবন ছেড়ে অনেক সদস্য বাইরে বেরিয়ে আসে, ইউরোপ আমেরিকায় পাড়ি জমায় অনেকে। কিছু কিবুৎজ বন্ধ হয়ে যায়। মনে হয় কিবুৎজ আন্দোলন ইতিহাসে ঠাঁই পাবে!

নবজারণ

কিবুৎজ পরিচালকরা নতুন যুগের সাথে তাল মেলাতে নানা বদল আনে। শিক্ষা স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রাইভেটাইজড হয়। ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে আর বাধা রইল না। সম্পূর্ণ ব্যক্তি স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়। শিশুরা শিশু নিবাসের বদলে পিতামাতার কাছেই থাকতে শুরু করে। আবাসন ব্যক্তিগতকরণ হয়। চাষের ক্ষেতে বিদেশের শ্রমিক নিয়োগ হয়। বেতনের পার্থক্য তৈরী হয়। সব থেকে বড় বদল হয় অর্থনীতি। মাত্র ১০ শতাংশ কৃষি বাকিটা শিল্প। কিছুটা হোটেল শপিং মল ইত্যাদি পরিষেবা। প্লাস্টিক ডিফেন্স ডায়মন্ড সফটওয়্যার নানা দিকে বিস্তৃত শিল্প। মুক্ত বাজার অর্থনীতি সফল ভাবে নতুন ভাবে এগিয়ে চলে কিবুৎজ। ইস্রাইল নিত্যনতুন স্টার্ট আপ আর হাইটেকের দেশ। কিবুৎজগুলিও তাতে পিছিয়ে নেই। নতুন যুগের কিবুৎজে আবার আগ্রহী সদস্যরা আসতে থাকে। কিবুৎজের সংখ্যাও আবার বাড়তে থাকে। যৌথজীবনের আকর্ষণে শহরেও গড়ে উঠছে আরবান কিবুৎজ। কোন নির্দিষ্ট রাজনৈতিক বা অর্থনতিক মতবাদে আবদ্ধ থাকা নয় বরং আধুনিক পৃথিবীর চ্যালেঞ্জকে স্বীকার করে যৌথভাবে সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য জীবন সংগ্রাম হল কিবুৎজ।

আমরা কি শিক্ষা নিতে পারি

বাঙালী হিন্দু ও হিব্রুদের অত্যাচারের ইতিহাস সমান্তরাল। একদা শিল্প সাহিত্য অর্থনীতিতে উন্নত বাঙ্গালী হিন্দু আজ ধ্বংসের প্রান্তে। আজ তার নেই কোন আর্থিক সামর্থ ব্যবসায়িক প্রতিপত্তি। প্রতিদিনের আক্রমণের সামনে সমাজের প্রতিরোধ শক্তি নেই। সমাজ অসংগঠিত তাই রাজনীতিও দিশাহীন। বর্তমান যা পরিস্থিতি আগামী কয়েক দশকের মধ্যে পতন ঘটতে চলেছে পশ্চিমবঙ্গের। এমন সংকট পূর্ণ সময়ে প্রযোজন অর্থনীতি সমাজ ও রাজনীতির সমন্বয় করে একটি শক্তি কেন্দ্র স্থাপন যা সমগ্র বাঙালী হিন্দুকে সংগঠিত করে আর্থিক সামাজিক ও রাজনৈতিক ভাবে সবল করে তুলবে। এক্ষেত্রে বাংলার বুকে বাঙ্গালী সংস্কৃতির ভিত্তিতে কিবুৎজ আন্দোলন গড়ার কথা ভাবা চলে না কি! কৃষি মৎস্যচাষ পশুপালন ও শিল্পের একটি যৌথ প্রয়াস। সাথে সাথে নতুন এন্টারপ্রিউনারশিপ। বাঙ্গালী হিন্দুকে সংগঠিত ও প্রশিক্ষিত করতে সামাজিক সাংস্কৃতিক আন্দোলন। ইস্রায়েলের সহায়তায় বাঙ্গালী হিন্দুর গণনিরাপত্তা বাহিনী গঠন। দার্জিলিং মুর্শিদাবাদের মতো যেসব জায়গায় বাঙ্গালী হিন্দুর অস্তিত্ব বিপন্ন সেখানে যৌথবসতি করে প্রতিরোধ গড়ে তোলা। বাঙ্গালী হিন্দু গণহত্যার ইতিহাসকে ইস্রায়েলের মতই গবেষণা সংরক্ষণ ও প্রদর্শন। একটি সদা সংগ্রামশীল জাতির অভিজ্ঞতা নিয়ে বাংলা ও বাঙ্গালীকে রক্ষার শেষ সংগ্রাম!

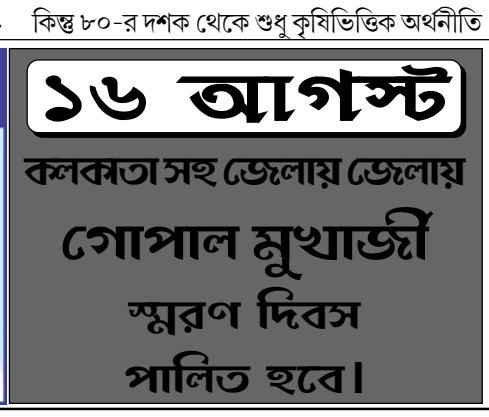

গত সংখ্যায় ৩য় পৃষ্ঠায় প্রকাশিত ''স্বাধীনতা সংগ্রামে স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রী অরবিন্দ'' প্রবন্ধটির লেখকের নাম ভুলবশতঃ মুদ্রিত হয়নি। লেখক হলেন অমল কুমার বসু। এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য আমরা দুঃখিত।

ফেসবুকে ইসলাম অবমাননামূলক পোস্ট করে হিন্দু যুবক গ্রেপ্তার

গত ১৭ই জুন ফেসবুকে নিজের ওয়ালে ইসলাম ধর্মালম্বীদের গ্রন্থ কোরান-এর ওপর বসে থাকা একটি ছবি পোস্ট করে হিন্দু যুবক মানস মণ্ডল। মানস উত্তর ২৪ পরগনার অন্তর্গত বসিরহাট থানার দণ্ডিরহাট গ্রামের বাসিন্দা। ওই পোস্টটিতে দেখা গিয়েছে যে, মানস কতগুলি কোরানের ওপর বসে আছে এবং আশেপাশে কোরানের ছেঁড়া পৃষ্ঠা উড়ে বেড়াচ্ছে। ওই পোস্ট গুলি মুসলমানরা ফেসবুকে প্রচুর শেয়ার করে এবং মানসকে শাস্তি দেবার দাবি জানাতে থাকে। ফলে পরদিনই কিছু সংখ্যক মুসলমান দণ্ডিরহাট গ্রামে মানসকে বাড়ি থেকে বের করে এনে প্রচুর মারধর করতে থাকে। খবর পেয়ে বসিরহাট থানার পুলিস মানসকে থানায় নিয়ে আসে এবং তাকে গ্রেপ্তার করে। এলাকায় উত্তেজনা থানায় পুলিস মোতায়েন করা হয়েছে। বর্তমানে মানস জেলে রয়েছে। আর মানসের পরিবার আতঙ্কে বাড়িছাড়া অবস্থায় রয়েছে।

নাবালিকাকে অপহরণ ঃ অভিযুক্ত যুবক ফেরার

১৪ বছরের এক নাবালিকাকে অপহরণের অভিযোগ উঠল এলাকারই প্রতিবেশী যুবক মিজানুন রহমানের বিরুদ্ধে। গত ২৬শে জুন শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের এনজেপি থানায় অন্তর্গত শান্তিপাড়া থেকে মেয়েটিকে অপহরণ করে অভিযুক্ত।

নাবালিকার পরিবারের অভিযোগ, অপহরণের ঘটনা ঘটার পর এনজিপি থানায় অপহরণের অভিযোগ দায়ের করা হয়। কিন্তু পুলিশ এক সপ্তাহ অতিক্রম হয়ে যাওয়ার পরেও অভিযুক্তকে গ্রেফতার করতে পারেনি। অভিযুক্ত নিজানুনের বিরুদ্ধে এর আগেও এমনই অভিযোগ উঠেছিল। তখনও তাকে গ্রেফতার করেনি পুলিশ। এলাকাবাসীর অভিযোগ একটি রাজনৈতিক দলের মদতপুষ্ট হওয়ায় ওই যুবককে ছাড় দিচ্ছে পুলিশ। ফলে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্তাদের কাছে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নাবালিকার পরিবার।

লাভ জিহাদের শিকার বীরভূমের নাবালিকা সাথী ঘোষ

ঘটনাটি ঘটে বীরভূমের সিউড়ি থানার অন্তর্গত সিউড়ি শহরের ১৪ নং ওয়ার্ড দত্তপুকুর পাড়ায়।

মেয়েটির নাম সাথী ঘোষ (নাম পরিবর্তিত) বয়স ১৪। লোকের বাড়িতে কাজ করে, মা যমুনা ঘোষ (নাম পরিবর্তিত)। প্রায় ২ বছর আগে সিউড়ি পুরসভায় ১ নং ওয়ার্ডে জলট্যাঙ্কের কাজে কয়েকজন বাইরের শ্রমিক কাজ করতে এসেছিলো। তাদেরই একজন নিজেকে হিন্দু নাম পরিচয় দিয়ে সাথীর সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলে। ৩০শে মে সাথী বাড়ি থেকে কাজে বেরিয়ে আর বাড়ি ফেরেনি। তার ফোন বন্ধ থাকায় তার সঙ্গে যোগাযোগও করতে পারেনি বাড়ির লোক। প্রায় ২ দিন পর সাথী তার কাকাকে ফোন করে জানায় যে সে একটি ছেলের সঙ্গে পালিয়ে এসেছে। তার নাম বলে সুমন। পরে দিন ফোন করে বলে ছেলেটি নাম ইমন। তারা কোন জায়গায় তাও জানায়নি সাথী। স্থানীয়রা জানিয়েছেন যে যারা পুরসভার কাজে এসেছিল তারা সকলেই মুসলমান ছিল। তাই আতঙ্কিত সাথীর পরিবারের লোকেরা সিউড়ি থানায় মেয়েকে ফিরে পাবার আবেদন জানায়। এমতাবস্থায় পরিবারের লোকেরা আশঙ্কা করছে সাথী কোনো পাচারকারীর খপ্পরে পড়তে পারে।

কাছাড়ে বন্যাদুর্গত হিন্দুদের জন্য মেডিক্যাল ক্যাম্প ও ত্রাণ বিতরণ করলো হিন্দু সংহতি

জুন মাসে ১০ তারিখ থেকে প্রাক-বর্ষায় আসামের কাছাড় জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। সেই সময় বন্যাদুর্গত মানুষদেরকে ত্রাণ দিয়ে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলো হিন্দু সংহতি। এইবার সেই সমস্ত বন্যদুর্গত হিন্দু মা বোন, শিশুদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার লক্ষ্যে একটি মেডিক্যাল ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়েছিল হিন্দু সংহতি কাছাড় শাখার পক্ষ থেকে। হিন্দু সংহতির ডাকে আসাম স্বাস্থ্য বিভাগের ১০৪ নং ইউনিট-এর স্বাস্থ্যকর্মীরা এই ক্যাম্প পরিচালনা করেন। এই ক্যাম্পটি আয়োজিত করা হয়েছিল কাছাড় জেলার রংপুরে করাতি গ্রামে। এই ক্যাম্পে শিশু, বৃদ্ধ, যুবক-যুবতী সব বয়সের মানুষের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয় এবং ওষুধ দেওয়া হয়। ক্যাম্পে প্রায় ১২০ জনের ওপর লোককে চিকিৎসা দেওয়া হয়। এই মেডিক্যাল ক্যাম্প চলাকালীন উপস্থিত ছিলেন হিন্দু সংহতির বরাক উপত্যকার সভাপতি শ্রী পান্ত চন্দ ও অন্যান্য সংহতি কর্মীরা। এই কাজের জন্যে গ্রামের হিন্দু বাসিন্দা হিন্দু সংহতির এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন।

গত ১৬ই জুন, শনিবার আসামের কাছাড় জেলার রংপুরের বন্যাদুর্গত হিন্দুদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলো হিন্দু বিশেষ করে রংপুরের শিমুতলা ও আশেপাশের এলাকাগুলি জলে প্লাবিত হয়ে যায়। আর সেইসমস্ত মানুষগুলিকে খিচুড়ি বিতরণ করা হয় হিন্দু সংহতির তরফ থেকে। এই কাজে হিন্দু সংহতির তরুণ কর্মীরা উৎসাহের সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এই বিতরণের সময় কর্মীদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন হিন্দু সংহতির বরাক উপত্যাকার দায়িত্বপ্রাপ্ত সভাপতি শ্রী পান্ত চন্দ মহাশয়।

জলপাইগুড়িতে হিন্দু নাবালিকাকে অপহরণ করলো মালদা থেকে আসা মুসলিম শ্রমিকরা

১২ বছরের এক হিন্দু নাবালিকাকে অপহরণ করে হাত-পা ও মুখ বেঁধে আটকে রাখলো মালদহ থেকে আসা ৬ জন মুসলিম ঠিক শ্রমিক। গত ১১ই জুন ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ি শহরের ১৭ নং ওয়ার্ডের আনন্দপাড়ায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে জলপাইগুড়ি পুরসভার পাম্পিং স্টেশনের কাজ চলেছে। আর সেই কাজের সূত্রে মলাদহের গাজোল থেকে ওই ৬ জন মুসলিম ঠিকা শ্রমিক কাজ করতে জলপাইগুড়ি শহরে এসেছিলো। তারা মেয়েটির পাড়াতেই ভাড়া থাকছিল। ঘটনার দিন অর্থাৎ ১১ই জুন, সোমবার বিকেলে টিউশন পড়তে বেরিয়ে আর বাড়ি ফেরেনি মেয়েটি। বাড়ির লোক অনেক খোঁজাখুঁজি করে না পেয়ে শেষে থানার দ্বারস্থ হয়। প্রায় ৭ ঘণ্টা খোঁজাখুঁজি করার পর ওই নির্মাণকর্মীদের ঘর থেকে মেয়েটিকে উদ্ধার করে পুলিশ ও স্থানীয়রা। পুলিশ ও স্থানীয়রা ঘরে ঢুকে চমকে যান। তারা দেখতে পান, ওই হিন্দু নাবালিকা মেয়েটিকে হাত পা ও মুখ বাঁধা অবস্থায় মেঝেতে ফেলে রাখা হয়েছে। সেখান থেকে ওই শ্রমিকদেরকে বের করে আনে ক্ষিপ্ত স্থানীয়রা এবং প্রচুর মারধর করে। জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার পুলিশ সরাফ আলী (১৮), আখতার আলী (২৮), ভাদরু শেখ (৩০) এবং গুল মহম্মদ (২২) সহ ৬ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। নাবালিকা মেয়েটির পরিবার থানায় অপহরণের অভিযোগ দায়ের করেছে। এই ঘটনায় জলপাইগুড়ি শহরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এবং স্থানীয় বাসিন্দারা বহিরাগত শ্রমিক দিয়ে এলাকার কাজের প্রতিবাদ জানিয়েছে।

প্রেমপ্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় হিন্দু নাবালিকাকে কেমিক্যাল ইনজেকশন দিলো মুসলিম ছাত্র

প্রেম প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় স্কুলের মধ্যেই এক নাবালিকা ছাত্রীকে কেমিক্যাল ইনজেকশন দিলো স্কুলেই মুসলিম ছাত্র। এই অমানবিক ঘটনাটি ঘটেছে আসামের শিলচরের ঘুঙঘুর থানা এলাকার ললিত জৈন মেমোরিয়াল হাই স্কুলে। স্কুলেরই মুসলিম ছাত্র মহম্মদ রবিউল করিম মজুমদার স্কুলে যাওয়া আসার পথে সবসময় উত্যক্ত করতো হিন্দু নাবালিকা রমা দাস (নাম পরিবর্তিত, বয়স ১৪ বছর) কে। একাধিকবার প্রেম প্রস্তাবও দেয় রবিউল কিন্তু তা প্রত্যাখান করে মেয়েটি। কিন্তু তার ফলে যে এতবড়ো মূল্য দিতে হবে তার রমা নিজেও কল্পনা করতে পারেনি। গত ৭ই জুন, বৃহস্পতিবার স্কুলের ল্যাবরেটরিতে ক্লাস চলাকালীন রবিউল পিছন থেকে রমার হাতে একটি সিরিঞ্জ ফুটিয়ে দেয়। তারপর মেয়েটি বাড়ি ফিরে আসে কিন্তু বিকেলে রমা গুরুতর অসুস্থ হয়ে পরে। তখন তাকে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ডাক্তাররা পরীক্ষা করে জানায় যে রমার শরীরে কেমিক্যাল ইনজেকশন করা হয়েছে। এই ঘটনায় দোষী রবিউল মজুমদারের গ্রেপ্তার ও শাস্তি চেয়ে গুজ্ঘুর থানায় রমার মা অভিযোগ দায়ের করেছেন। উনি স্থানীয় হিন্দু সংহতির কর্মীদের কাছেও সহযোগিতা চেয়েছেন। কিন্তু দোষী রবিউলকে এখনো গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিস। পুলিশ জানিয়েছে সে ও তার পরিবারের লোকজন পলাতক। রবিউলের গ্রেপ্তার চেয়ে গত ১১ই জুন, সোমবার হিন্দু সংহতির কর্মীরা ঘুঙঘুর থানায় ডেপুটেশন দেন।

ভালোবাসার চরমমূল্য দিতে হচ্ছে মায়াবতীকে

রাধেশ্যাম রিকিয়াসনের মেয়ে মায়াবতী রিকিয়াসনের সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করে তাকে ফাঁসায় সোনা আলী নামে এক যুবক। গত ২৯শে জুন সোনা আলী মায়বতীকে নিজের বাড়িতে নিয়ে যায়। সেখানে আইএস-এর ঢঙে তার গলা কাটার চেষ্টা করে সোনা আলী ও তার মা কুশমা বেগম। খবর পেয়ে এলাকার হিন্দু সংহতির কর্মীরা সোনা আলী ও তার মায়ের গ্রেফতারের দাবিতে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলে। এফ আই আর জারি করা হয় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে। এরপর উধারবন্দ থানায় গত ৩০শে জুন অভিযুক্ত সোনা আলী ও তার মাকে গ্রেফতার করে। মায়াবতীর অবস্থা আশঙ্কাজনক। শিলচর হাসপাতালে এখনও সে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে।

মঙ্গলকোটে বোমা উদ্ধার, গ্রেপ্তার নূর হক মল্লিক

গত ২২শে জুন, শুক্রবার রাতে বর্ধমান জেলার অন্তর্গত মঙ্গলকোটের কুলসোনা গ্রামে একটি ক্লাবঘর থেকে প্রচুর বোমা উদ্ধার হয়। ওই ক্লাবঘরে কাঠের একটি আলমারির ভিতরে সাতটি প্লাস্টিকের ব্যাগে বোমাগুলি মজুত করা ছিল। সেখানে আনুমানিক প্রায় শতাধিক বোমা রয়েছে। খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে বোমাগুলি উদ্ধার করে। ক্লাবে যাতে কেউ না ঢুকতে পারে সেজন্য পুলিশ ও সিভিক ভলান্টিয়ার দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে। ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগে রাতেই পুলিস নুর হক মল্লিক নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে। শনিবার ধৃতকে কাটোয়া মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। পুলিশ ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানার চেষ্টার চালাচ্ছে কি উদ্দেশ্যে বোমাগুলি জড়ো করা হয়েছিল। এর পিছনে অন্য কোন মাথা আছে কিনা তা পুলিশ খতিয়ে দেখছে।

মুসলিম ব্যাক্তির সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক, খুন হতে হলো সিঙ্গুরের অঞ্জু মহাপাত্রকে

গত ১১ই জুন, সোমবার হুগলী জেলার অন্তর্গত সিঙ্গুরের বলরামপুরে ইকো পার্কে গলার নলি কেটে খুন করা হয় অঞ্জু মহাপাত্র নামে হিন্দু মহিলাকে। তার তদন্তে নেমে গত ১১ জুন, বৃহস্পতিবার চুঁচুড়া থানার গড়বাটি থেকে পুলিস পেশায় রংমিস্ত্রি আরশাদ আলীকে গ্রেপ্তার করলো। পুলিশ জানিয়েছে, প্রায় ২ বছর আগে অঞ্জু মহাপাত্রের সঙ্গে জয়দেব মহাপাত্রের বিয়ে হয়। তাদের ১৯ বছরের এক মেয়ে এবং ১৭ বছরের একটি ছেলে রয়েছে। জয়দেব মহাপাত্রের সঙ্গে রঙের কাজ করতো ধৃত আরশাদ। সেই সূত্রে বাড়িতে অবাধ যাতায়াত ছিল আরশাদ আলীর। আর সেই সূত্রে অঞ্জু এবং আরশাদের অবৈধ সম্পর্কও গড়ে ওঠে। কিন্তু কয়েকমাস আগেই স্বামীর মৃত্যুর পর এই সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছিলেন অঞ্জু মহাপাত্র। কিন্তু সেটা মেনে নিতে পারেনি আরশাদ। তাই পরিকল্পনা করে অঞ্জুকে ডেকে নিয়ে যায় আরশাদ। সন্ধ্যার দিকে গলার নলি কেটে খুন করে পার্কে দেহ ফেলে রেখে পালিয়ে যায়। পুলিশ ফোনের কললিস্টের সূত্র ধরে গ্রেপ্তার করে আরশাদকে। পুলিশের জেরায় আরশাদ খুনের কথা স্বীকার করেছে। গত ১৬ই জুন শুক্রবার আরশাদকে চন্দননগর আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন।

আসামের উধারবন্দের হিন্দু নাবালিকাকে ধর্ষণ, গ্রেপ্তার মহম্মদ জিয়ারুল লস্কর

আমামের কাছাড় জেলার উধারবন্দের পাতিমারা বস্তি হিন্দু প্রধান এলাকায়। এলাকায় অল্প সংখ্যক মুসলমানের বসবাস। এই এলাকার বাসিন্দা মন্টু তাঁতি। গত ২৪শে জুন উধারবন্দের পাতিমারাতে মামার বাড়িতে ঘুরতে আসে লক্ষ্মীপুরের লাড়ুমা এলাকার নাবালিকা রাজশ্রী তাঁতি (বয়স-১৫ বছর)। ঐদিন সকালে তার মামা মিন্টু তাঁতি কাজে বেরিয়ে গেলে বাড়িতে একা থাকার সুযোগ নিয়ে এলাকার মুসলিম যুবক জিয়ারুল বাড়িতে এসে রাজশ্রীর হাত-পা বেঁধে ধর্ষণ করে। তারপর এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায়। বাড়ি ফিরে আসার পর তার মামা ঘটনার কথা জানতে পারে। রাজশ্রীর মুখে সমস্ত ঘটনা শোনার পর তার মামা থানায় গিয়ে দোষী জিয়ারুলের গ্রেপ্তার চেয়ে গত ২৫শে জুন, উধারবন্দ থানায় এফআইআর দায়ের করেন। এছাড়াও তিনি স্থানীয় হিন্দু সংহতি কর্মীদের জানালে, সংগঠনের কর্মীরা মেয়েটির মামাকে নিয়ে জিয়ারুলের গ্রেপ্তারি চেয়ে উধারবন্দ থানা ঘেরাও করেন। হিন্দু সংহতির চাপে উধারবন্দ থানার পুলিস পরের দিন ধর্ষক জিয়ারুলকে গ্রেপ্তার করে।

পদাতিক এক্সপ্রেস থেকে ২ কেজি সোনা সহ ধৃত ফিরোজ শেখ

মাথাভাঙ্গা থেকে শিয়ালদহ স্টেশনগামী পদাতিক এক্সপ্রেসে এক যাত্রীর থেকে দুই কেজি চোরাই সোনা উদ্ধার হল। গত ২৬শে জুন, মঙ্গলবার রাতে এনজেপি স্টেশনে ট্রেন দাঁড়ালে কেন্দ্রীয় রাজস্ব গোয়েন্দারা অভিযান চালিয়ে তা উদ্ধার করেন। গ্রেপ্তার করা হয়েছে ফিরোজ শেখ নামে এক যাত্রীকে। মায়ানমার থেকে অসম হয়ে ওই সোনা রাজ্যে ঢোকে বলে গোয়েন্দা সূত্রে খবর। উদ্ধার হওয়া সোনার বাজারমূল্য ৬২ লক্ষ টাকা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সোনা বেআইনিভাবে এদেশে এলে বিপুল রাজস্ব ক্ষতি হয় সরকারের। তাছাড়া, অর্থনীতিও ক্ষতির মুখে পড়ে। তাই সোনা পাচার আটকাতে সবসময় সচেষ্ট থাকেন গোয়েন্দারা। জানা গিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশ সীমান্তে আগের তুলনায় কড়াকড়ি হওয়ায় এবং অনেক পাচারকারী গ্রেপ্তার হওয়ায়, নতুন পাচার রুট চালু করেছে পাচারকারীরা। বর্তমানে সোনা আসাম হয়ে পশ্চিমবঙ্গে ঢুকছে। সেই মতো সতর্ক হয়েও গিয়েছেন গোয়েন্দারা। এক্ষেত্রে আগাম খবর থাকায় অভিযান চালিয়ে পাচারকারী ফিরোজকে গ্রেপ্তার করা হয়। তার সঙ্গে কোনো জঙ্গি সংগঠনের যোগ রয়েছে কিনা বা এই পাচারের সঙ্গে আর কারা কারা জড়িত, তা জেরা করে জানার চেষ্টা করছেন বলে গোয়েন্দারা জানিয়েছেন। চোরাই সোনা যাতে কোনোভাবেই এদেশে ঢুকতে না পারে সেজন্য কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দপ্তর সবসময় সতর্ক রয়েছে।

হিন্দু সংহতি কর্মী আক্রান্ত

উত্তর ২৪ পরগণার অশোকনগর সেনডাঙায় মুসলিমদের হাতে আক্রান্ত হল হিন্দু সংহীত কর্মী। গত ৯ই জুলাই ঘটনা ঘটেছে। সেনডাঙার স্কুলমাঠে প্রতি বছরের মতো এ বছরও মেলা বসেছিল। ঘটনার দিন রাতে মেলা দেখে ফিরছিল সংহতি কর্মী জয়ন্ত হালদার ও রথীন সিং। জয়ন্তের বাড়ি থেকে মাত্রা ১০০ মিটার দূরে প্রায় ৩০-৪০ জন মুসলিম ছেলে তাদের উপর হামলা করে। বিনা প্ররোচনায় তাদেরকে গালিগালাজ ও মারধোর করে বলে অভিযোগ। জয়ন্ত ও রথীনের চেঁচামেচি শুনে আশপাশের লোক ঘর থেকে বেরিয়ে এলে মুসলমানরা ভয়ে পালিয়ে যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে এলাকায় হিন্দু সংহতির প্রমুখ কর্মী রমেশ দাস। এরপর জয়ন্ত ও রথীনকে নিয়ে গিয়ে অশোকনগর থানায় যায়। মেজবাবু তাদের লিখিত অভিযোগ করতে বলেন এবং বিষয়টি তিনি দেখবেন বলে জানান। যারা জয়ন্ত ও রথীনকে মারধোর করে তাদের মধ্যে মেহেদি হোসেন আলামি, হোসেন রহিম মন্ডল, মইদুল মন্ডল, কুতুবুদ্দিন মন্ডল এবং আদাশের নামে লিখিত অভিযোগ থানায় জমা দেওয়া হয়েছিল।

কিন্তু কোনো এক অজ্ঞাতকারণে দুষ্কৃতিদের গ্রেপ্তার করা হয়নি। পরদিন থানা থেকে ডেকে জানিয়ে দেওয়া হয় যে, ব্যাপারটি নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে মিটিয়ে নিতে হবে। এজন্য উভয়পক্ষের পাঁচজন করে সদস্যকে থানায় ডাকা হয় মীমাংসা করার জন্য।

গণধর্ষণে জড়িত মিশনারি স্কুলের ফাদার

ঝাড়খণ্ডে পাঁচ এনজিও গণধর্ষণের ঘটনায় জড়িত রয়েছেন মিশনারি স্কুলের ফাদার। তিনিই পাঁচ মহিলা কর্মীকে দু'ঘণ্টার জন্য দুষ্কৃতিদের সঙ্গে যেতে বলেন। তদন্তে এমনই চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে পুলিশের হাতে। ঘটনাটি ঝাড়খণ্ডের খুন্তি জেলার কোচাং গ্রামের। এনজিওর মহিলা কর্মীরা জানিয়েছেন যে, ফাদার আলফানসো কাজের অছিলায় ঐ ব্যক্তিদের সঙ্গে তাদের যাওয়ার নির্দেশ দেন। এনজিওর মহিলাকর্মীদের অপহরণ ও ধর্ষণের ঘটনায় ফাদার আলফানসোর হাত রয়েছে। এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্যপ্রমাণ পেয়েছে পুলিশ। এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত দুই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। চলছে তদন্ত।

বর্ধমানে হিন্দু তরুণীর শ্লীলতাহানী করলো মৌলবী

এক হিন্দু তরুণীর শ্লীলতাহানির অভিযোগে এক মৌলবীকে গ্রেপ্তার করেছে বর্ধমান থানার পুলিস। ধৃতের নাম শেখ বোরজাহান। বর্ধমান শহরের খাগড়াগড় এলাকায় তার বাড়ি। ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ তাকে ধরে আনে। পরে যুবতীর অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে। গত ৫ই জুন, মঙ্গলবার ধৃতকে বর্ধমান আদালতে পেশ করা হলে জামিন মঞ্জুর করেন ভারপ্রাপ্ত সিজেএম সোমনাথ দাস। পুলিশ এবং স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বর্ধমান শহরের বিধানপল্লীর ঘোষপাড়ায় ওই হিন্দু তরুণীর বাড়ি। ওই তরুণী গত ৪ঠা জুন, সোমবার সন্ধ্যায় ৫ নং ইছলাবাদে মসজিদে এক মৌলবির কাছে যান। ওই তরুণী অভিযোগ করেছেন যে সেখানেও ওই মৌলবী ঝাঁড়ফুক করার অজুহাতে শ্লীলতাহানি করে। তিনি বিষয়টি জানালে স্থানীয় বাসিন্দারা ওই মৌলবীকে আটকে রেখে মারধোর করে। পরে পুলিশ গিয়ে ওই মৌলবীকে থানায় নিয়ে যায় এবং ঐদিন রাতেই তাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এই ঘটনায় এলাকাবাসীদের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

সিমি-এর জিহাদি কার্যকলাপে রয়েছে কিনা, জানতে চেয়ে রাজ্যকে চিঠি দিলো কেন্দ্র

নিষিদ্ধ জিহাদি সংগঠন স্টুডেন্ট ইসলামিক মুভমেন্ট অফ ইন্ডিয়া (সিমি)-র সাম্প্রতিক কার্যকলাপ সম্পর্কে জানতে সবকটি রাজ্যকে চিঠি দিল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। ১৯৬৭ সালের ইউপিএ আইন অনুযায়ী ২০১৪-র পয়লা ফেব্রুয়ারি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয় সিমিকে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট মন্ত্রকের যুগ্ম সচিব (আইএস-১) এস সি এল দাসের লেখা ওই চিঠিতে রাজ্যগুলির কাছে জানতে চাওয়া হয়েছে হালে সিমির এমন কোনও সদস্যের খোঁজ মিলেছে কি না, যারা দেশবিরোধী কাজে জড়িত, তাদের বিরুদ্ধে কোনও এফ আই আর দায়ের করা হয়েছে কি না, যদি করা হয়ে থাকে তাহলে সেই এফ আই আর-গুলির খুঁটিনাটি ব্যাপারে জানাতে বলা হয়েছে। আর সেই সব মামলায় চার্জশিট দেওয়া হলে তাতে কী কী উল্লেখ করা হয়েছে, তাও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে জানাতে বলা হয়েছে। ২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারি সিমিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করার পর সেই ঘোষণা কতটা যুক্তিসঙ্গত তা খতিয়ে দেখতে একটি ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়। সেই ট্রাইব্যুনাল ওই ঘোষণাকে 'যুক্তিযুক্ত' বলে জানায়। ওই নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা আগামী বছরের ৩১ জানুয়ারি।

জাতীয়সঙ্গীতের অবমাননা ঃ প্রতিবাদ করে মার খেল পুলিশ আধিকারিক

উর্ধ্বতন কর্ত্তার আমন্ত্রণে সিনেমা দেখতে গিয়ে মার খেলেন এক পুলিশ আধিকারিক। গত ৮ জুলাই রবিবার সন্ধ্যায় কলকাতা পুলিশের দক্ষিণ-পূর্ব ডিভিশনের ডেপুটি কমিশনার পার্ক সার্কসের একটি মাল্টিপ্লেক্সে তাঁর ডিভিশনের কিছু অফিসারকে আমন্ত্রণ জানায় বলিউডের সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত'সঞ্জু' ছবিটি দেখার জন্য।

মাল্টিপ্লেক্সে একটি বিশেষ ব্লক সংরক্ষিত ছিল পুলিশকর্তাদের জন্য। আর সেখানে উপস্থিত ছিলেন কলকাতা পুলিশের অফিসারেরা। ডেপুটি কমিশনার থেকে শুরু করে অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার পদমর্যাদার আধিকারিকদের সঙ্গে ছিলেন বিভিন্ন থানার ওসি।

কিন্তু ছবি শুরু হতে না হতেই বিপত্তি। অভিযোগ, জাতীয় সঙ্গীত চলার সময় সামনের ব্লকের এক দর্শক উঠে দাঁড়ানো দূরে থাক, কটু মন্তব্য করেন। আর সেই নিয়ে বাধা দিলে বেনিয়াপুকুর থানার ওসির সঙ্গে বচসা শুরু হয়।

সেই সময়কার মতো গণ্ডগোল মিটে গেলেই ফের অশান্তি শুরু হয় ছবির বিরতির সময়। অভিযোগ, সেই দর্শক ওই সময় গালিগালাজ করতে থাকে পুলিশ কর্তাদের উপর। পুলিশ কর্তারা কেউ উর্দিতে ছিলেন না। স্বভাবতই সেই দর্শকও চিনতে পারেনি পুলিশ কর্তাদের। তিলজলা থানার ওসি জয়সূর্য মুখোপাধ্যায় এবার ওই দর্শককে বাধা দিলে গণ্ডগোল শুরু হয়। ওই দর্শক ও আর দুই সঙ্গী, তিনজন একসঙ্গে তেড়ে আসে পুলিশ কর্তাদের দিকে। শুরু হয় মারামারি ঘুষোঘুষি। এতে কেউ কেউ আঘাত পান।

তিলজলা থানার ওসি কড়েয়া থানায় অভিযোগ করেছেন, মারধোর, হুমকি, গালিগালাজ করা ছাড়াও তাঁর সোনার হার ছিনিয়ে নেয় ওই দর্শক ও তার সঙ্গীরা। একজনকে পাকড়াও করেছে পুলিশ। তার নাম মহম্মদ তৌসিফ আসলাম। বেনিয়াপুকুরের বাসিন্দা ওই যুবক মদ্যপ অবস্থায় ছিল বলে অভিযোগ। মূল বাড়ি উত্তরপ্রদেশে। তার দুই সঙ্গীকেও চিহ্নিত করা হয়েছে। কিন্তু তারা এখনও ফেরার।

স্কুল ছাত্রীকে অপহরণ ঃ হিন্দু সংহতির প্রচেষ্টায় উদ্ধার

আসামের করিমগঞ্জ জেলার মহিসামন এলাকা থেকে ১৫ বছরের নাবালিকা এক স্কুল ছাত্রীকে অপহরণ করে এক মুসলিম যুবক। স্কুল থেকে ফেরার পথে তাকে গাড়িতে স্কুলে চম্পট দিয়েছিল যুবক। ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। খর পেয়ে মেয়েটির পরিবারের সদস্যদেরনিয়ে হিন্দু সংহতির লোকাল কর্মীরা করিমগঞ্জ থানায় একটি এফআইআর জারি করে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে। ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে মেয়েটিকে উদ্ধারের জন্য থানাকে চাপ দেওয়া হয়। না হলে তারা আন্দোলনে নামবে বলে হুমকি দেয়। অবস্তা বেগতিক দেখে পুলিশ দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করে এবং নির্দিষ্ট সময়ের আগেই মেয়েটিকে উদ্ধার করে এনে তার পরিবারের হাতে তুলে দেয়।

ফেসবুক পোস্টকে কেন্দ্র করে অশান্তি ঢোলাহাটে

গত ৫ই জুলাই ফেসবুকে ইসলাম অবমাননাকে কেন্দ্র করে অশান্ত হয়ে উঠে ঢোলাহাটের মৃণালনগর ও তার আশপাশের এলাকা। বিশাল সংখ্যক ইসলাম সম্প্রদায়ের মানুষ এলাকায় জড়ো হয়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে। পরিবেশ হিংসাত্মক হয়ে ওঠার আগেই পুলিশ যথোচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করায় পরিস্থিতি চরম পর্যায়ে পৌঁছায়নি।

সূত্রে খবর, মৃণালনগরের প্রীতম দাস, নন্দবাড়ি স্কুল মোড়ের বিশ্বজিৎ দাস এবং গোপাল দাস তিন জনে মিলে একটি ভিডিও তৈরি করে তা সোস্যাল মিডিয়ায় ছাড়ে। ভিডিওটি কিছুদিন আগে বানানো। এতে ইসলাম অবমাননা করা হয়েছে বলে স্থানীয় রাস্তা অবরোধ করে। এই তিনজন ছেলেই ঐ রাস্তায় টোটো চালায়। অবস্থা বেগতিক দেখে তারা পালায়। ভাঙচুরের ভয়ে এবং কোন বড় বিপর্যয় ঘটার আগে পুলিশ বিশ্বজিৎ ও গোপালকে গ্রেপ্তার করে। প্রীতম দাস নিজে গিয়ে থানায় ধরা দেয়। তাদের বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য ধারায় কেস দায়ের করা হয়েছে। অভিযুক্তদের কোর্টে তুললে তাদের জেল হাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

হিন্দু সংহতি

স্বদেশ সংহতি সংবাদ

বাংলার একমাত্র জাতীয়তাবাদী মুখপত্র

পশ্চিমবঙ্গের মাটির খবর জানতে হলে পড়ুন ও পড়ান।

দেশ-বিদেশের খবর

প্রধানমন্ত্রী মোদিকে হত্যার ছক মাওবাদীদের

যেভাবে রাজীব গান্ধীকে হত্যা করা হয়েছিল, ঠিক সেইভাবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে জনসমক্ষে হত্যার ছক করছে মাওবাদীরা। গতকাল ৮ই জুন, শুক্রবার পুনে পুলিস সাংবাদিক বৈঠকে এমনই চাঞ্চল্যকরা তথ্য জানিয়েছে। এমনকি পুনের দায়রা আদালতে এই মর্মে রিপোর্ট পেশও করেছে পুনে পুলিস। এই বছরের জানুয়ারী মাসে মহারাষ্ট্রের ভীমা কোরেগাঁও এলাকায় গোষ্ঠী সংঘর্ষের ঘটনায় বহিরাগত মদতের প্রমাণ পেয়ে গত ৬ই জুন বুধবার বেশ কয়েকজন সামাজিক আন্দোলনকারীকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁরা হলেন দলিত সংগঠনের নেতা সুধীর ধাওয়ালে, সামাজিক আন্দোলনকারী সোমা সেন রন উইলসন, মহেশ রাউত, আইনজীবী সুরেন্দ্র গ্যাডলিং। এছাড়াও আর বেশ কিছু ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে মাওবাদী সংযোগের অভিযোগ। যাঁদের কেউ অধ্যাপক, কেউ শিক্ষক এবং কেউ বিভিন্ন সমাজসেবী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত। ডিসেম্বর মাসে আদিবাসী ও দলিতদের নিয়ে একটি কনভেনশনের আয়োজন করা হয়। তারপরই গোষ্ঠী সংঘর্ষ ছড়ায়। ওই ঘটনাগুলিতে এই নাগরিক মাওবাদীদের প্রত্যক্ষ মদত ছিল বলে পুলিশ মামলা দায়ের করেছে। দিল্লিতে হানা দিয়ে ধৃত রন ইউলসনের বাড়ি থেকে একটি চিঠি পাওয়া গিয়েছে বলে দাবি করেছে পুনে পুলিশ। সেই চিঠি আবার সংবামাধ্যমে ফাঁসও হয়েছে। ওই চিঠিতে দেখা যাচ্চে, জনৈক 'আর' নামের ব্যক্তি কোনও এক কমরেড প্রকাশকে রেড স্যালুট সম্বোধন করে লিখেছে...'নরেন্দ্র মোদির বিজেপি বিহার ও পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনে বিপুলভাবে পরাজয়ের পরও রাজনৈতিক ভাবে দমেনি। বরং ১৫টি রাজ্য নতুন দখল হয়েছে। মোদির নেতৃত্বে হিন্দত্ববাদী শক্তি ভারতের প্রাচীন আদিবাসী সমাজকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। কমরেড বিজয়দা ছিলেন স্বার্থহীন এক নেতা, যাঁর ছিল অপরিসীম ভবিষ্যৎ দৃষ্টি আর লাল বিপ্লবের স্বপ্ন। কিন্তু বিজয়দার মৃত্যু আমাদের কাছে দুর্ভাগ্যজনক। কমরেড কিষেণ এবং অন্য কিছু সিনিয়র নেতা মোদি রাজ খতমের জন্য বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণের প্রস্তাব নিয়েছিল। আমাদের এবার সেই প্রস্তাবের পথেই ভাবতে হচ্ছে। রাজীব গান্ধীর মতো কোনও একটি ঘটনার পুনরাবৃত্তি করা যায় কি না। এটা হয়তো আত্মঘাতী হবে কিংবা ব্যর্থতাও আসতে পারে। তবে আশা করা যায় পলিটব্যুরো, সেন্ট্রাল কমিটি বিষয়টি নিয়ে চিন্তাভাবনা করবে। আমরা তাঁর (মোদির) রোড শো টার্গেট করার কথা ভাবতে পারি...। এই চিঠি অনুযায়ী পুনে পুলিশ রিপোর্ট তৈরি করে আদালতকে জানিয়েছে প্রধানমন্ত্রীকে হত্যার চক্রান্ত হয়েছে। এবং সেটা কতদূর এগিয়েছে এবার সেটাই দেখার জন্য কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা খতিয়ে দেখছে। যদিও এই কমরেড কিষেণ পশ্চিমবঙ্গে নিহত হওয়া কিষেণজী কি না, তা স্পষ্ট নয়। কারণ কিষেনজী নিহত হয়েছিল ২০১১ সালের নভেম্বর মাসে। তখনও মোদি রাজ শুরুই হয়নি দেশে। সুতরাং তার পক্ষে মোদি রাজ খতমের প্ল্যান করাও সম্ভব নয়। তাই এই কিষেণজী অন্য কেউও হতে পারে। এমনকি চিঠিতে মোদিকে হত্যার জন্যে প্রয়োজনীয় অস্ত্র কেনার কথাও বলা হয়েছে। এই ঘটনা প্রকাশ হওয়ার পর নরেন্দ্র মোদির বিভিন্ন প্রোগ্রামে নিরাপত্তা জোরদার করা হবে বলেই মনে করা হচ্ছে।

জম্মু-কাশ্মীরের ইসলামিক স্টেট প্রধানসহ ৪ জঙ্গি খতম

ঈদের পর থেকেই জম্মু-কাশ্মীরের সেনাবাহিনীর জঙ্গিদমন অব্যাহত। আর অভিযানে বড়সড় সাফল্য পেলো ভারতীয় সেনা। গত ২২শে জুন শুক্রবার ভোর থেকে জম্মু ও কাশ্মীরের অনন্তনাগ জেলায় অভিযান চালায় সেনা ও জম্মু-কাশ্মীর পুলিশের বিশেষ বাহিনী। অভিযান শুরুর কিছুক্ষণের মধ্যেই নিরাপত্তাবাহিনীর সঙ্গে জঙ্গিদের টানা গুলির লড়াই শুরু হয়। এই সংঘর্ষে জঙ্গি সংগঠন ইসলামিক স্টেট জম্মু ও কাশ্মীর (আই এসজেকে)-এর চার সদস্যকে নিকেশ করে নিরাপত্তাবাহিনী। তাদের মধ্যে রয়েছে আই এস(জে.কে.)-র প্রধান দাউদ আহমেদ সফি। জঙ্গিদের গুলিতে মারা যান আশিক হুসেন নামে এক পুলিসকর্মীও। জম্মু ও কাশ্মীরের এক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন দক্ষিণ কাশ্মীরের শ্রীগুফওয়ারা তহশিলের ক্ষীরাম গ্রামে কয়েকজন জঙ্গি আত্মগোপন করে রয়েছে বলে গোপন সূত্রে খবর আসে। সূত্র মারফৎ খবর পেয়ে নির্দিষ্ট জায়গায় নামে নিরাপত্তাবাহিনী। কর্ডন করে ঘিরে ফেলা হয় গোটা এলাকা। তল্লাশি অভিযান শুরুর কিছুক্ষণের মধ্যেই নিরাপত্তাবাহিনীর উপস্থিতি টের পেয়ে গুলি চালাতে শুরু করে জঙ্গি শাখার প্রধান দাউদ আহমেদ সফি। অপর তিন আইএএস জঙ্গি আদিল রহমান ভাট, মহম্মদ আশরফ ইট্টো, মাজিদ মনজুর দার বলে চিহ্নিত করেছে পুলিশ। এরমধ্যে আদিল বিজবেহরার শেট্টিপোরার গ্রামের বাসিন্দা। অপর দুই জঙ্গির মধ্যে আশরফ শ্রীগুফওয়ারার হাটিগাঁওয়ের ও মাজিদ পুলওয়ামার তালনাগাঁওয়ের বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে।

উত্তরপ্রদেশের হিন্দু মন্দিরগুলি উড়িয়ে দেবার হুমকি

মথুরার কৃষ্ণ জন্মভূমি মন্দির বারাণসীর কাশী বিশ্বনাথ সহ রাজ্যের একাধিক মন্দির বিস্ফোরক দিয়ে উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়েছে পাকিস্তানের জঙ্গি সংগঠন লস্কর-ই-তৌইবা। তাদের চিঠির বয়ান অনুযায়ী ৬ জুন অর্থাৎ বুধবার থেকে ১০ জুন রবিবার পর্যন্ত ধারাবাহিক বিস্ফোরণ হবে। আর সেই চিঠিতে স্বাক্ষর করেছ জম্মু-কাশ্মীরে লস্করের এরিয়া কমান্ডার মৌলানা অম্বু শেখ। যদিও চিঠির বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়েও সন্দেহ প্রকাশ করেছে উত্তরপ্রদেশ পুলিস।

চিঠি নিয়ে সন্দেহ থাকলেও কোনওরকম ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত নয় যোগী সরকার। রাজ্যের সর্বত্র কড়া সতর্কতা জারি হয়েছে। হুমকিতে যেসব জায়গার উল্লেখ রয়েছে, সেখানে নিরাপত্তা ব্যবস্থা যথেষ্ট আঁটোসাঁটো করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, রাজ্যের প্রায় প্রতিটি স্টেশন এবং ধর্মস্থানে পুলিশ মোতায়েন করে দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, ইনটেলিজেন্স ব্যুরোর (আইবি) সঙ্গে ক্রমাগত যোগাযোগ রাখছে উত্তরপ্রদেশ পুলিস। সূত্রের খবর, আইবি'র আধিকারিকরা লস্করের সেই চিঠিকে একেবারে বাতিল করছেন না। আইবি'র কাছ থেকে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে মথুরা এবং কাশীর বিভিন্ন এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। বিষয়টি নিয়ে রাজ্য পুলিশের কর্তা আনন্দ কুমার জানান, গত ২৯শে দিল্লির উত্তর রেলের দপ্তর লস্কর-ই-তোইবার নামে হুমকি চিঠি আসে। চিঠিতে বলা হয়েছে, ৬ জুন সাহারানপুর এবং হাপুর সহ আরও একাধিক রেল স্টেশনে বিস্ফোরণ হবে। যদিও বুধবার রাজ্যের কোথাও কোনও ঘটনা ঘটেনি। এরপর ৮ থেকে ১০ তারিখের মধ্যেও মথুরার কৃষ্ণ জন্মভূমি মন্দিরে এবং কাশীর বিশ্বনাথ মন্দিরে বিস্ফোরণ হবে বলে হুমকি দিয়েছে লস্কর। আনন্দ কুমার আরও বলেন, হয়তো কেউ রসিকতা করেই চিঠি লিখেছে। কারণ মৌলানা অম্বু শেখ সম্পর্কে আইবি'র কাছে কোনও নতুন রিপোর্ট নেই। তবুও আমার ঝুঁকি নেব না। বিষয়টি স্পর্শকাতর।

বুদ্ধগয়া বিস্ফোরণে বিস্ফোরক সরবরাহকারী হাজিবুল্লা গ্রেপ্তার ব্যান্ডেল স্টেশনে

বুদ্ধগয়া বিস্ফোরণের ঘটনায় জড়িতে জেএমবি জঙ্গিদের বিস্ফোরক সরবরাহের অভিযোগ হাজিবুল্লা নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল কলকাতা পুলিশের স্পেসাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ)। তার কাছ থেকেই বিস্ফোরক নিয়ে গিয়েছিল শিস মহম্মদ নামে এক জামাত-উল-মুহাজিদিন-বাংলাদেশ (জেএমবি) জঙ্গি। বাংলাদেশ থেকেই বিস্ফোরকের কাঁচামাল নিয়ে এসেছিল ধৃত হাজিবুল্লা। পাশাপাশি সে জেএমবি জঙ্গিদের আগ্নেয়াস্ত্রও সরবরাহ করত বলে জানা যাচ্ছে। গত ১১ই জুন, সোমবার সকালে তাকে ব্যান্ডেল রেল স্টেশনের কাউন্টারের সামনে থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। তার বিরুদ্ধে বিস্ফোরক আইনে মামলা রজু করা হয়েছে।

চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে এসটিএফের হাতে গ্রেপ্তার হয় জেএমবি জঙ্গি শিস মহম্মদ। বুদ্ধগয়ায় বিস্ফোরণের ঘটনায় অন্যতম মাস্টারমাইন্ড এই জঙ্গির কাছ থেকে উদ্ধার হয় প্রচুর পরিমাণ বিস্ফোরক, জিলেটিন স্টিক, ডিটোনেটর সহ আরও অন্যান্য সামগ্রী। জানা যায়, এই সমস্ত সামগ্রী বাংলাদেশে জেএমবি জঙ্গিদের সে সরবরাহ করে। কিন্তু বিস্ফোরক তৈরির জন্য যে সমস্ত সামগ্রী ব্যবহার করা হচ্ছে, তা কে সরবরাহ করছে, এই নিয়ে শিস মহম্মদকে জেরা শুরু হয়। দীর্ঘ জেরার পর সে গোয়েন্দাদের জানায়, মুর্শিদাবাদের বাসিন্দা হাজিবুল্লার মাধ্যমেই এই সমস্ত সামগ্রী আসছে তার কাছে। হাজিবুল্লা নিজেও জেএমবি কার্যকলাপে যুক্ত। তার নিয়মিত যাতায়াত রয়েছে বাংলাদেশে। তৈরি হওয়া ডিটোনেটর ও গ্রেনেড হাজিবুল্লার মাধ্যমেই যাচ্ছে সীমান্তের ওপারে। এরপর তার খোঁজ শুরু হয়। কিন্তু শিস মহম্মদ ধরা পড়ার পরই সে বেপাত্তা হয়ে যায়। কয়েকদিন আগে এসটিএফের অফিসারদের কাছে খবর আসে, সে ফেরে যোগাযোগ শুরু করেছে তার শাগরেদদের সঙ্গে। সেই সঙ্গে ডেরা পাল্টে নতুন জায়গায় চলছে বিস্ফোরক তৈরির কাজ। নির্দিষ্ট সূত্র মারফত গোয়েন্দারা জানতে পারেন, সে ব্যান্ডেলে আসছে। এখান থেকেই মুর্শিদাবাদের গোপন ডেরায় রওনা দেবে। এরপরই এসটিএফের আধিকারিকরা গোপনে ব্যান্ডেল স্টেশনে হাজির হন। টিকিট কাউন্টারে লাইনে দাঁড়ানো মাত্রই তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতকে জেরা করে জানা যাচ্ছে, অনেক দিন ধরেই সে জেএমবির হয়ে কাজ করছে। বিস্ফোরক তৈরির কাঁচামাল সীমান্তের ওপার থেকে আসছে। দুই ব্যক্তি এই সমস্ত সামগ্রী সরবরাহ করছে। এছাড়াও বিভিন্ন জেলা থেকেও কাঁচামাল আসছে তার কাছে। এগুলি সরবরাহ করার জন্য নির্দিষ্ট লোক রয়েছে। বাংলাদেশের একাধিক জেএমবি নেতার সঙ্গে তার পরিচয় রয়েছে। শুধুমাত্র শিস মহম্মদই নয়, এ রাজ্য সহ অন্যান্য যে সমস্ত জায়গায় জেএমবি বিস্ফোরক তৈরির কারখানা করেছে, সেখানে সে কাঁচামাল সরবরাহ করছে। বাংলাদেশের জেএমবির এক শীর্ষ নেতার মাধ্যমে তার সঙ্গে পরিচয় হয় শিস মহম্মদের। ওই নেতাই তাকে বলে, শিসের কাছে বিস্ফোরক তৈরির কাঁচামাল পাঠাতে। সেইমতো সে কাজ শুরু করেছিল। জেএমবি এখন কোথায় কোথায় বিস্ফোরণ তৈরির কাঁচামাল পাঠাতো। সেই মতো সে কাজ শুরু করেছিল। জেএমবি এখন কোথায় বিস্ফোরক তৈরি করছে এবং কারা কারাই যুক্ত রয়েছে এই কাজে, তার কিছু তথ্য সে তদন্তকারী অফিসারদের দিয়েছে। তবে শুধু বুদ্ধগয়া বিস্ফোরণে ব্যবহৃত বিস্ফোরকের কাঁচামাল নয়, অন্যান্য জায়গার বিস্ফোরণের কাঁচামালও সে সরবরাহ করেছে। ধৃত খাগড়গড়ে ধরা পড়া জেএমবি জঙ্গিদের কাছেও বিস্ফোরকের কাঁচামাল পৌঁছে দিয়েছিল বলে খবর। এই বিষয় তাকে জেরা করা হচ্ছে।

গুজরাটের গোধরায় হিন্দু-মুসলিম সংঘর্ষ

গুজরাতের গোধরায় খাদি ফালিয়া এলাকায় গত ৮ই জুন, শুক্রবার গভীর রাতে হিন্দু-মুসলিম সংঘর্ষে ছয় ব্যক্তি আহত হয়েছেন। গোধরা বি-ডিভিশন থানার ইন্সপেক্টর এম সি সঙ্গত্যানি বলেন হিন্দু-মুসলিম দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ এবং পাথর ছোঁড়াছুঁড়িও হয়। বিক্ষুব্ধ জনতাকে নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিস কাঁদানে গ্যাসের শেল ছোঁড়ে।

জানা গিয়েছে, ওই এলাকা দিয়ে একটি অটোরিকশা যাচ্ছিল। অটোর চালক রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটি বাইকের আরোহীকে সেটি সরিয়ে নিতে বলেন। তখনই দু'জনের মধ্যে তর্কাতর্কি শুরু হয়। সেই বিবাদই পরে সংঘর্ষের আকার নেয়। এই ঘটনায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে। তবে এখনও কেউ গ্রেপ্তার হয়নি।

উত্তরপ্রদেশের বেরিলিতে হিন্দু পরিচয় দিয়ে লাভ-জিহাদ, পুলিশে অভিযোগ দায়ের

ফের লাভ জেহাদের অভিযোগ উঠল উত্তরপ্রদেশে। বরেলিতে এক মুসলিম ব্যক্তির বিরুদ্ধে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে লাগাতার দু'বছর ধরে ধর্ষণ করার অভিযোগ আনলেন এক হিন্দু মহিলা। তাঁকে জোর করে ও ভুল বুঝিয়ে ধর্মান্তরণ করতে বাধ্য করে অভিযুক্ত বলেও দাবি করেছেন ওই মহিলা। মহিলার অভিযোগ, তাঁকে প্রেমের জালে ফাঁসাতে ওই ব্যক্তি নিজের মুসলিম পরিচয় ও ধর্ম লুকিয়েছিল। অভিযোগকারিনী জানান, ওই ব্যক্তি তাঁর কাছে হিন্দু বলে পরিচয় দেয়। কাজ দেওয়ার অছিলায় পরিচয় জমায় এবং পরের দু'বছর ধরে ক্রমাগত ধর্ষণ করে। মহিলার আরও অভিযোগ, তাঁকে প্রেমের জালে ফাঁসাতে ওই ব্যক্তি নিজের মুসলিম পরিচয় ও ধর্ম লুকিয়েছিল। মহিলার আরও অভিযোগ, তাঁদের একটি ২ বছরের কন্যাসন্তান রয়েছে। তিনি জানান, যখন তিনি ওই বক্তিকে বিয়ের জন্য চাপ দেন, তখন অভিযুক্ত শর্ত দেয়, মুসলিম ধর্মগ্রহণ এবং গরু খাওয়া শুরু করলে তবেই সে বিয়ে করবে। মহিলা জানান, ওই ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর একটি জিমে আলাপ হয়েছিল। নিজেকে গোলু বলে পরিচয় দিয়েছিল অভিযুক্ত। বলেছিল, তার সঙ্গে কাজ করতে এবং তাকে বিয়ে করতে। অভিযুক্ত হিন্দু জেনে মহিলা তার সঙ্গে কাজ করতে রাজি হয়ে যায়। এরপর দুজনই একে অপরের ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। মহিলার অভিযোগ, তেমনই একটি ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের ছবি ওই ব্যক্তি ভিডিও করে। পরে, সেই ভিডিও ইন্টারনেটে ছড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়ে ব্ল্যাকমেল করতে থাকে। মহিলা জানান, এই বলে লাগাতার দু বছর ধরে অভিযুক্ত তাঁকে ধর্ষণ করে। এরমধ্যে একটি কন্যা সন্তানের জন্ম দেন মহিলা। তখন বিয়ে করতে বললে, ওই ব্যক্তি জানিয়ে দেয়, আগে মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করলে তবেই সে বিয়ে করবে। মহিলা এতে রাজি না হলে অভিযুক্ত ব্যক্তি তার সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে অস্বীকার করে। মহিলার অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর অত্যাচার অব্যাহত

নাটোরের নলডাঙ্গায় মন্দিরে আগুন এবং প্রতিমা ভাঙচুর

বাংলাদেশের নাটোরের নলডাঙ্গায় সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের মন্দিরে আগুন দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিমাও ভাঙচুর করেছে দুষ্কৃতিরা। গত ১৮ই জুন, সোমবার রাত ২টার দিকে উপজেলার মোমিনপুর ঘোষপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় মন্দির কমিটির সভাপতি অজিত কুমার ঘোষ নলডাঙ্গা থানায় মামলা করেছেন। পুলিশ ও স্থানীয় লোকজন জানায়, উপজেলায় মোমিনপুর ঘোষপাড়ায় ঘোষ সম্প্রদায়ের ৮-১০টি পরিবারের একটি পারিবারিক মন্দির অবস্থিত। মন্দিরের ভিতরে রক্ষিত বাঁশ ও পাটশালায় আগুন দিয়ে এবং একটি সরস্বতী প্রতিমা ভাঙচুর করে পালিয়ে যায় দুষ্কৃতিরা। স্থানীয়রা জল দিয়ে আগুন নিভিয়ে ফেলে। খবর পেয়ে ১৯ই জুন, মঙ্গলবার সকালে নলডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও ইউএনও ঘটনা স্থল পরিদর্শন করেন। এ বিষয়ে নলডাঙ্গা থানার ওসি নূর হোসেন খন্দকার জানান, তদন্ত করে প্রকৃত অপরাধীদের খুঁজে বের করার চেষ্টা চলছে।

ঘটনাস্থল পরিদর্শন শেষে ইউএনও রেজা হাসান জানান, ঘটনানি দেখে মনে হয়েছে ঘোষ সম্প্রদায়ের মধ্যে আতঙ্ক ও ভীতি তৈরি করার জন্য এ ধরনের ঘটনা ঘটাতে পারে। ঘটনার সাথে জড়িতদের খুঁজে বের করার জন্য পুলিশ প্রশাসনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য গত সপ্তাহে একই এলাকায় আদিবাসী সম্প্রদায়ের একটি মন্দির ভাঙচুর করা হয়েছিল।

শিশুকে হত্যা করে সেপ্টিক ট্যাঙ্কে ডুবিয়ে দিল দুষ্কৃতি

অপহরণ করে শিশুকে হত্যা করল দুষ্কৃতিরা। হাত-পা বাঁধা অবস্থায় শিশু দেবদত্তর লাশ উদ্ধার হল সেপটিক ট্যাঙ্ক থেকে। ঘটনাটি ঘটেছে বাংলাদেশের কুষ্টিয়া জেলা মিরপুর উপজেলার চিথলিয়া গ্রামে।

সূত্র মারফত জানা যায়, চিলথিয়া গ্রামের এক স্কুল ছাত্র দেবদত্ত। তাদের দেবাত্তর সম্পত্তি ছিনিয়ে নিতে চেষ্টা করে প্রতিবেশী মুসলিম পরিবার। এর বিরুদ্ধে মামলা করলে প্রতিশোধ পরায়ণ হয়ে ছোট্ট দেবদত্তকে অপহরণ করে দুষ্কৃতিরা।

অপহরণের ১৬ দিন পর নিষ্প্রাণ দেবদত্তের দেহ উদ্ধার হয় সেপটিক ট্যাঙ্ক থেকে। উদ্ধার হওয়ার সময় তার হাত-পা বাঁধা অবস্থায় ছিল। প্রতিবেশী এক যুবক বলে, কেউ একটি শিশুকে এরকম নৃশংসভাবে হত্যা করতে পারে তা চোখে না দেখে বিশ্বাস করা যায় না। জনৈক এক ব্যক্তি বলেন, বাংলাদেশে হিন্দু মায়ের চোখের জল আর বুকফাটা আর্তনাদ শোনার কেউ নেই। এমনকি প্রশাসনও না।

ঢাকায় হিন্দু ছাত্রকে পিটিয়ে হত্যা করলো মুসলিম শিক্ষক

ঢাকা জেলার সাভারের আশুলিয়ায় এক মুসলিম স্কুল শিক্ষকের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া এক হিন্দু ছাত্রকে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় মামলা দাযের করলেও অভিযুক্তরা পালিয়ে বেড়াচ্ছে বলে অভিযোগ নিহতের পরিবারের। সাভার সরকারী কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র কল্যাণ সরকার (২০) গত ২৬শে জুন, মঙ্গলবার দুপুরে সাভারের এনাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। নিহত শিক্ষার্থী সাভার সরকারী কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী। সে আশুলিয়ার ডেয়ারী ফার্ম এলাকার রতনকুমার সরকারের ছেলে। আশুলিয়া থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুল আউয়াল এ বিষয়ে নিশ্চিত করেন। নিহত শিক্ষার্থীর পরিবারের অভিযোগ, ২০ জুন কল্যাণ ও তার বন্ধুর আশুলিয়ার সন্দিপ এলাকায় বেড়াত যায়। পরে পূর্ব শত্রুতার জের ধরে ওই কলেজ ছাত্রকে প্রকাশ্যে পিটিয়ে আহত করেন সাভার ডেইরি পার্ম উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক আব্দুল কুদ্দুস ও তার ভাড়াটে সন্ত্রাসীরা। স্থানীয়রা তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে সাভারের এনাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করলে আজ দুপুরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায়। পরে খবর পেয়ে পুলিশ তার লাশ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। পরিবার আরো অভিযোগ করে, স্কুলের অনিয়ম ও দুর্নীতির প্রতিবাদ করায় ওই স্কুলশিক্ষক এবং তার লোকজন হৃদয়কে (ডাকনাম) পিটিয়ে হত্যা করেছে। এ ঘটনায় ওই শিক্ষকসহ পাঁচজনের বিরুদ্ধে আশুলিয়া থানায় মামলা দায়ের করলে পুলিশ ওই শিক্ষককে আটক করে। তবে পুলিশ রহস্যজনভাবে কারো অঙ্গুলি হেলনে তাকে ছেড়ে দেয়।

বরিশালের আগৈলঝড়ায় বিষ্ণু মন্দিরে আগুন

বরিশালের অগৈলঝড়ায় হিন্দু অধ্যুষিত এলাকায় রাতের আঁধারে পেট্রোল দিয়ে বিষ্ণু মন্দিরে আগুন ধরিয়ে দিল দুষ্কৃতিরা। এতে মন্দিরে স্থাপিত কষ্টিপাথরের বিষ্ণুদেবের বিগ্রহ অক্ষত থাকলেও মন্দিরের পূজার সামগ্রীসহ অন্যান্য জিনিসপত্র পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাসহ আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন।

উপজেলার রাজিহার ইউনিয়নের পশ্চিম গোয়াইল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন শ্রীশ্রী বিষ্ণু মন্দিরে গত ৬ই জুন, বুধবার গভীর রাতে দুবৃত্তরা আগুন ধরিয়ে দেয়। খবর পেয়ে ৭ই জুন, সকালে এস আই দেলোয়ার হোসেন ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। পুলিশের উপস্থিতিতে মন্দিরের পাশের বাড়ির প্রত্যক্ষদর্শী সনাতন মোড়লের ছেলে কৃষ্ণকান্ত মোড়ল জানান, রাত দুইটার দিকে প্রকৃতির ডাকে সে ঘরের বাইরে এলে মন্দিরে আগুন জ্বলতে দেখে তিনি দৌড়ে মন্দিরে উপস্থিত হয়ে চিৎকার দিয়ে আগুন নেভাতে শুরু করেন। এসময় তার চিৎকারে পার্শ্ববর্তী লোকজনও ছুটে এসে আগুন নেভায়। আগুনে মন্দিরের ব্যবহৃত জিনিসপত্র পুড়ে

গেলেও মন্দিরে স্থাপিত কষ্টিপাথরের বিষ্ণুদেব একটিতে কালী প্রতিমা ও অন্যটিতে শীতলা দেবীর পূজা অর্চনা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছিল। মন্দিরের দেব দেবীর প্রতিমা তালাবদ্ধ অবস্থায় সুরক্ষিত থাকলেও দুর্বৃত্তরা মন্দিরের বারান্দায় রাখা খরকুটো গ্রীলের ফাঁকা দিয়ে বিষ্ণু দেবের কক্ষে ঢুকিয়ে তাতে পেট্রোল দিয়ে অগ্নি সংযোগ করেছে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে একটি পেট্রোলের পরিত্যাক্ত বোতল উদ্ধার করেছে। থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আব্দুর রাজ্জাক মোল্লা জানান, এ ঘটনায় মন্দির পরিচালনা কমিটির পক্ষ থেকে মামলা দায়ের করার প্রস্তুতি চলছে। দোষীদের আইনের আওতায় আনতে পুলিশ তদন্ত অব্যাহত রেখেছে।

মুসলিমদের বিরুদ্ধে মামলা করায় মহিলাদের ধর্ষণ করার হুমকি

বংলাদেশের ময়মনসিংহ জেলার মান্দাইল উপজেলার চণ্ডিপাশা ইউনিয়নের শাইলধারা বাজারে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রায় ২০টির বেশি দোকানে ভাঙচুর চালিয়ে জিনিসপত্র নিয়ে পালিয়ে গেলো মুসলিম দুষ্কৃতিরা, গত ২৩শে মে রাতে এই ঘটনা ঘটে। জানা গিয়েছে, প্রায় ৩০ জন মুসলিমের একটি দল এই হামলা চালায়। এই ঘটনার কয়েকদিন পর সুমন রবিদাস স্থানীয় নান্দাইল মডেল থানায় হালমাকারী হারুন আকন্দকাইয়ুম দেলোয়ার আকন্দ, সবুজ আকন্দ, জামশেদ খাঁ, রফিক আকন্দ, কাজল আকন্দসহ ১০ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। কিন্তু মামলা দায়ের করার পরই প্রভাবশালী মুসলিমরা সংখ্যালঘু হিন্দুদের পরিবারের মহিলাদেরকে তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করার হুমকি দিচ্ছে। প্রশাসনকে জানিয়েও কোন লাভ হয়নি। ফলে সংখ্যালঘু হিন্দুরা আতঙ্কিত অবস্থায় রয়েছে। তারা চরম নিরাপত্তাহীনতায় দিন কাটাচ্ছেন বলে জানিয়েছেন।

বাংলাদেশের কুলাউড়ায় নাবালিকা হিন্দু স্কুলছাত্রীকে অপহরণ

বাংলাদেশের মোলভীবাজারের কুলাউড়ায় এক হিন্দু স্কুলছাত্রীকে অপহরণ করলো তারই প্রতিবেশী মুসলিম যুবক রুবেল মিঞা। গত ১লা জুন শুক্রবার রাতে এই ঘটনাটি ঘটে। পরদিন কুড়াড়া থানায় মেয়েটির পরিবার অপহরণের অভিযোগ দায়ের করে। জানা গিয়েছে, প্রতিবেশী রুবেল ওই হিন্দু কিশোরীটিকে প্রায়ই উত্যক্ত করত। সে স্থানীয় উচ্চ বিদ্যালয়ের নবম শ্রেমীর ছাত্রী ছিল। ঐদিন রাতে এলাকায় লোডশেডিং থাকার সুযোগ নিয়ে রুবের ও তাদের সঙ্গীরা মেয়েটিকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যায়। অপহরণের সময় বাধা দিতে গেলে মেয়েটির মাকে প্রচুর মারধর করে ফেলে রেখে চলে যায় রুবেল ও তার ভাই জুয়েল মিঞা। মেয়েটির মা কুলাউড়া থানার রুবেল মিঞা তার ভাই জুয়েল এবং পরিবার সদস্যদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন। এ বিষয়ে কুলাউড়া থানার শামীম মুসা বলেন অপহরণের মামলা দায়ের করেছেন। সেইসঙ্গে তিনি জানান, আমরা ভিকটিমকে উদ্ধার করার এবং দোষীকে গ্রেপ্তার করার সবরকম চেষ্টা চালাচ্ছি।

হিন্দু ধর্ম গ্রহণ চার মুসলিম পরিবারের

ইসলাম সৃষ্টির অনেক আগে থেকে রয়েছে হিন্দুধর্ম। পূর্বপুরুষের সকলেই ছিল হিন্দু। সেই কারণে ইসলাম ছেড়ে হিন্দুধর্ম গ্রহণ করল উত্তরপ্রদেশের চারটি মুসলিম পরিবার। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর প্রদেশের আমেদনগর জেলার জামালপুর শহরে।

জানা গিয়েছে, জামালপুরের কসাইটোলার এক মন্দিরে বৈদিক রীতি মেনে উক্ত চারটি মুসলিম পরিবারকে হিন্দুধর্মে নিয়ে আসা হয়। হনুমান চালিশা পাঠ করে, নারকেল ফাটিয়ে পুরোহিতের উপস্থিতিতে ওই চার পরিবারের আটজন ইসলাম ছেড়ে হিন্দুধর্ম গ্রহণ করে। সনাতন ধর্মে সামিল হয়েছেন সুরজা। এটা তাঁর নূতন নাম। হিন্দুধর্মে আসার আগে তাঁর নাম ছিল সাকিনা। তাঁর কথায়, আমাদের পূর্বপুরুষ সকলেই হিন্দু ছিলেন। আমরা পরে ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলিম হয়েছিলাম। এখন আমরা ফের হিন্দুধর্ম গ্রহণ করলাম।' একই সঙ্গে তিনি আরও বলেন, 'অনেকদিন আমরা ইসলাম মেনেছি। এখন থেকে আমরা হিন্দু ধর্মের রীতিনীতি মেনেই চলব।'

মন্দিরে ইফতার, নামাজ পড়লেন প্রায় ৫০০ মুসলিম

গত ১০ই জুন, উত্তরপ্রদেশের লক্ষ্ণৌয়ের প্রায় এক হাজার বছরের পুরোনো মনকামেশ্বর শিবমন্দিরে ইফতার আয়োজন করেছিলেন মন্দিরের মহিলা পুরোহিত। এই নিয়ে বিশাল চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে উত্তরপ্রদেশের সাধারণ হিন্দু জনমানসে। জানা গিয়েছে, মন্দিরের মহিলা পুরোহিত মোহান্ত দেবগিরি মুসলিমদের জন্যে এই ইফতারের আয়োজন করেন। এমনকি মন্দিরের যে স্থানে বসে হিন্দুরা আরতি করেন, সেখানে মুসলিমরা নামাজ পড়ে। এমনকি মন্দিরের যেস্থানে আগত পুণ্যার্থীদের জন্যে প্রসাদ রান্না করা হয়, সেই স্থানে ইফতারের জন্যে খাবার রান্না করা হয়েছিল। এ নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হতেই সম্প্রীতির অজুহাতে দিয়ে দেবগিরি বলেছেন, ''এই আয়োজনে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতির বন্ধন গড়ে উঠবে''। এই ঘটনায় অনেক ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব চমকে গিয়েছেন। সম্প্রীতি গড়ে তুলতে যদি মুসলিমরা তাদের মসজিদে দুর্গাপূজা করে, তবেই হিন্দু মুসলমানের আসল সম্প্রীতি গড়ে উঠবে।

কাশ্মীরকে আলাদা রাষ্ট্র করার দাবী কংগ্রেস নেতার

পাকিস্তানের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি পারভেজ মুশারফের বক্তব্যকে সমর্থন করে কাশ্মীরকে ভারত থেকে আলাদা করে স্বাধীন রাষ্ট্র বানানোর দাবী জানালেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা কাশ্মীরের কংগ্রেস নেতা সৈফুদ্দিন সোজ। তার লেখা বইতে পারভেজ মুশারফের ১০ বছর আগের করা মন্তব্যকে সমর্থন করে কাশ্মীরকে ভারত থেকে আলাদা করে একটা দেশ বানানোর দাবী জানান। উল্লেখ্য যে মুশারফ বলেছিলেন যে যদি কাশ্মীরের জনগণকে স্বাধীন সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার দেওয়া হয় তাহলে তারা পাকিস্তানে যুক্ত হওয়ার বদলে আলাদা রাষ্ট্র বানাতে বেশী পছন্দ করবে।

বিজেপি এর তীব্র প্রতিবাদে জানায়, বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সুরে কথা বলছেন এই নেতা। এর আগে কংগ্রেস সাংসদ তথা কাশ্মীরের নেতা গুলাম নবি আজাদ দাবী করেছিলেন যে জঙ্গীদের তুলনায় সেনা বাহিনীর গুলিতে সাধারণ নাগরিক বেশী প্রাণ হারাচ্ছে যা নিয়েও বিতর্ক হয়েছিল।

দেড় লাখ টাকার ভারতীয় পাসপোর্টে দুবাইসহ বিভিন্ন দেশে পাড়ি দিচ্ছে বাংলাদেশিরা

এই রাজ্যের মাটিকে ব্যবহার করে মাত্র দেড় লক্ষ টাকা খরচ করে ভারতীয় নাগরিক সেজে দুবাই পাড়ি দিচ্ছে বাংলাদেশিরা। চোরাপথে সীমান্ত পার হওয়া ভুয়ো সচিত্র পরিচয়পত্র, আধার, প্যান ইত্যাদি নথি দিয়ে ভারতীয় পাসপোর্ট তৈরি করে দেওয়া, এমনকী, দু'বছরের শ্রমিক ভিসাও মিলছে ওই টাকার মধ্যেই। কিন্তু শ্রমিক সেজে বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠনের সদস্যও এদেশে ঢুকছে। সম্প্রতি গোয়েন্দাদের কাছে এমনই তথ্য এসেছে। এমনকী, এই চক্রের পিছনে পাকিস্তানের হরকত-উল-জিহাদ-আল-ইসলামি তথা হুজি জঙ্গি সংগঠনেরও যোগ রয়েছে বলে অনুমান। ভারতে জিহাদি হামলার জন্য তারা বহু নতুন সদস্য তৈরি করছে। তাদের অনেককে কাশ্মীরে পাঠানো হচ্ছে কাশ্মীরে জঙ্গি দমন অভিযান চালানোর উদ্যোগ নেওয়ার পরই এই চক্রের উপর বাড়তি নজরদারি শুরু করেছেন গোয়েন্দারা।

বালিয়াবাসন্তীতে পরম্পরাগত কালীমাতার আরাধনায় আমন্ত্রিত সংহতি সভাপতি

গত ১২ই জুন, হুগলী জেলার অন্তর্গত বালিয়াবাসন্তি (বর্তমানে ফুরফুরা শরীফ) এলাকার পরম্পরাগত রক্ষাকালী মায়ের আরাধনার প্রধান অতিথি হিসেবে আমন্ত্রিত ছিলেন হিন্দু সংহতির সভাপতি শ্রী দেবতনু ভট্টাচার্য মহাশয়। এই কালীমাতা এলাকার হিন্দুদের কাছে ধাড়া মায়ের পুজো নামে পরিচিত। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় এই বালিয়াবাসন্তি একসময় হিন্দু বাগদি রাজাদের রাজধানী ছিল। বর্তমানে যা ফুরফুরা শরীফে পরিণত হয়। এই ধারণা যে কালিমায়ের পুজোর সঙ্গে স্থানীয় হিন্দুদের আবেগ জড়িয়ে রয়েছে। এই পুজোতে আশেপাশের এলাকাগুলি থেকে বিশালসংখ্যক হিন্দু উপস্থিত ছিল। এই অনুষ্ঠানে দেবতনু ভট্টাচার্যের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন হিন্দু সংহতির শুভানুধ্যায়ী শ্রী শান্তনু সিংহ মহাশয় এবং সহ সম্পাদক শ্রী সুজিত মাইতি মহাশয়।

পূর্বস্থলি থানা আক্রমণ করলো মুসলিমরা ঃ গ্রেপ্তার ৪

সোশ্যাল মিডিয়ার গুজব ছড়ান অভিযোগে একজনকে গ্রেপ্তারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে গত ৮ই জুন, শুক্রবার রতে পূর্বস্থলী থানায় আক্রমণ করে গ্রামের মুসলিমা বাসিন্দারা। জানা গিয়েছে, ফেসবুকে গুজব ছড়ানোর অভিযোগে কয়েকদিন আগেই পুলিস গোলাম কুদ্দুস মল্লিককে গ্রেপ্তার করের। কিন্তু গোলামকে ছেড়ে দিতে হবে এই দাবিতে বিক্ষোভের পাশাপাশি থানায় ভাঙচুর চালায় গ্রামের শতাধিক মুসলিম বাসিন্দা। তারা পুলিসকেও আক্রমণ করে। মুসলিম জনতার মারে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ লাঠিচার্জ করে বলে অভিযোগ। ঘটনায় পুলিশকর্মী সহ বেশ কয়েকজন বিক্ষোভকারী জখম হয়েছে। পুলিশের উপর হামলা ও ভাঘচুরের ঘটনায় চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতদের নাম সেলিম হোসেন শেখ, মদন মোল্লা, গোলাম নবি মল্লিক, আলমগির মল্লিক। ধৃতদের মধ্যে একজন তৃণমূলের গ্রাম সদস্যও রয়েছেন। যদিও পুলিস লাঠি চালানোর কথা অস্বীকার করছে। শনিবার ধৃতদের কালনা আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন।

কালনার এসডিপিও শান্তনু চৌধুরী বলেন, সোশ্যাল মিডিয়ায় গুজব ছড়িয়ে কেউ আতঙ্ক তৈরি করবে তা কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যাবে না। গুজব ছড়ানোর অভিযোগে একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এছাড়াও থানায় এসে ভাঙচুর ও পুলিশের উপর আক্রমণের অভিযোগে চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

গাইঘাটার সঙ্গীতাকে উদ্ধার করল হিন্দু সংহতি

গত ২৪শে জুন রাতে গাইঘাটা থানার অন্তর্গত আমশোলের নিবাসী সঙ্গীতা দেবনাথ (পিতা কৃষ্ণ দেবনাথ) বাড়ি থেকে বেরিয়ে আর ফেরেনি। সঙ্গীতার বাবা আত্মীয় পরিজন ও মেয়ের বন্ধুদের বাড়িতে খোঁজ করেও কোন হদিশ পায়নি। পরে জানতে পারেন গাইঘাটার আঙ্গুলকাটা নিবাসী জামশেদ মণ্ডলের (পিতা ইমাইল মণ্ডল) সাথে সে চলে গেছে।

সঙ্গীতা মাত্র কয়েক দিন হল ১৮ বছরে পা দিয়েছে? অভিযুক্ত লাভ জেহাদী জামশেদ ওত পেতেই ছিল সঙ্গীতার ১৮ পেরোনোর। সুযোগ বুঝে সে সঙ্গীতাকে নিয়ে চম্পট দেয়। মেয়েটি উচ্চমাধ্যমিক পাস হলেও ছেলেটি ভালো করে নিজের নাম সই করতেও পারে না।

কৃষ্ণবাবু মেয়ের এই সম্পর্ক মেনে নিতে পারেননি। তিনি মেয়েকে লাভ জেহাদের হাত থেকে উদ্ধারের জন্য গাইঘাট হিন্দু সংহতির দ্বারস্থ হন। ঘটনার পরদিনই আমকোলার তিনটি ক্লাবের সদস্য ও হিন্দু সংহতির ৬০-৬৫ জন কর্মী আঙ্গুলকাটা মিয়াঁ পাড়াতে হানা দেয়। মেয়েকে ফিরিয়ে দেবার কথা বলে সরাসরি হুমকি দেওয়া হয়। মিয়াঁ পাড়ার লোকেদের সঙ্গে কথাও বলে সঙ্গীতাকে ফিরিয়ে দেবার দাবি জানানো হয়। একই সঙ্গে অপহরণের একটি অভিযোগ দায়ের করা হয় গাইঘাটা থানায়। এলাকার পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠলে পুলিশ নিজে থেকে সক্রিয় হয়ে ছেলে মেয়েকে উদ্ধার করে আনে। এলাকায় সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি শান্ত রাখতে পুলিশ থেকে ছেলে ও মেয়েটিকে নিজ নিজ বাড়িতে ফিরে যেতে নির্দেশ দেয়।

বিরিয়ানির দাম চাওয়ায় ব্যারাকপুরে হিন্দু দোকানদারকে গুলি

এক প্লেট মাটন বিরিয়ানি দাম ১৯০ টাকা। ক্রেতার কাছ থেকে সেই টাকা চেয়েছিলেন ভাটপাড়ায় বিরিয়ানি ব্যবসায়ী সঞ্জয় মণ্ডল। কিন্তু টাকা দেবার বদলে ট্রিগার টিপে ব্যবসায়ী সঞ্জয়বাবুকে গুলি করে খুন করে খদ্দের মহম্মদ ফিরোজ। গত ১লা জুন, রাতে পুলিস ফাঁড়ি থেকে ২০০ মিটার দূরত্বে ভাটপাড়া মোড়ে বিরিয়ানি ব্যবসায়ী খুনের ঘটনায় এমনই তথ্য জানতে পেরেছে পুলিশ। পরের দিন মূল অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারও করা হয়েছে। বারাকপুর পুলিস কমিশনার জানিয়েছে, ধৃত মহম্মদ ফিরোজ জেরায় এই খুনের কথা স্বীকার করেছে। এই ঘটনায় যুক্ত তার তিন সঙ্গীর খোঁজেও তল্লাশি চলেছ।

কলকাতার লেক কালীবাড়ি মন্দিরে চুরির দায়ে গ্রেপ্তার ৩ মুসলিম

কলকাতার লেক কালীবাড়ির বিখ্যাত কালীমন্দিরে চুরির ঘটনায় জড়িত তিন জনকে গ্রেপ্তার করলো রবীন্দ্র সরোবর থানার পুলিশ ওই তিনজন হলো শেখ পাঁচু, শাহজাহান মল্লিক এবং নুরি বেগম। এদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে কালী মন্দিরের চুরি যাওয়া ডিভিডি এবং দু'হাজার টাকা। গত ২২শে জুন শুক্রবার মন্দিরের চুরির ঘটনা ঘটে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, লেক কালীবাড়ির প্রধান সেবাইত পরের দিন ২৩শে জুন, শনিবার সকালে রবীন্দ্রসরোবর থানায় গিয়ে অভিযোগ করেন, মন্দিরের ক্যাশবাক্স ভাঙা হয়েছে। এমনকী মন্দিরের বই বিক্রির টাকা যেখানে রাখা হয়, তাও ভেঙেছে চোরের দল। খোয়া গিয়েছে নগদ পাঁচ হাজার টাকা ও ডিভিডি। মন্দিরের সামনের তালা ভেঙেই চোরেরা ভেতরে ঢুকেছে। অভিযোগ পেয়ে তদন্ত শুরু করে রবীন্দ্রসরোবর থানার পুলিশ। মন্দিরের সামনে থাকা সিসিটিভির ফুটেজ খতিয়ে দেখা হয়। তাতে ধরা পড়ে তিন ব্যক্তি ব্যাগে কিছু ভরছে। মন্দির থেকে বেরিয়ে আসতেও দেখা যায় তাদের। জানা যায়, এরা কাগজকুড়ানি। রোজ সকালে ওই এলাকায় আসে। সোর্স মারফত পুলিশ জানতে পারে, এরা বেনিয়াপুকুর এলাকার বাসিন্দা। সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশের একটি টিম সেখানে রওনা দেয়। তল্লাশি চালিয়ে গ্রেপ্তার করা হয় তিন চোরকে।

দিব্যার ধর্ষক ও খুনির গ্রেপ্তারের দাবিতে হিন্দু সংহতির প্রতিবাদ মিছিল

দিব্যার ধর্ষক ও খুনির গ্রেপ্তারের দাবিতে হিন্দু সংহতির হাওড়া জেলার বাগনান শাখার পক্ষ থেকে এক প্রতিবাদ মিছিল বের করা হয়। যেভাবে ৮ বছরের শিশুটিকে ধর্ষণ করে নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছে তা, মানবিকতার শেষ সীমাটুকুও লঙ্ঘন করে গিয়েছে। তাই তার ফাঁসির দাবি জানিয়েছে হিন্দু সংহতি। হাওড়া জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মী মুকুন্দ কোলে ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, আসিফাকে নিয়ে বুদ্ধিজীবি থেকে সাধারণ মানুষ সকলেই প্রতিবাদী হয়েছিল। কিন্তু দিব্যার বেলায় সবাই চুপ কেন? দিব্যা হিন্দু মেয়ে বলে! তিনি বুদ্ধিজীবিদের নপুংশক বলে উল্লেখ করে বলেন, হিন্দুর বেলায় তারা প্রতিবাদে মুখর হলেও মুসলমান ধর্ষণকারীর বিরুদ্ধে মুখ খোলার সাহস তাদের নেই।

পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রামে শীতলা ও চণ্ডী মন্দিরে চুরি

গত ৭ই জুন, রাতে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত নন্দীগ্রাম ২ ব্লকের আদর্শতলা পূর্বপল্লিতে শীতলা ও চণ্ডী মন্দিরে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। দুষ্কৃতিরা মন্দিরের তালা ভেঙে এই ঘটনা ঘটায়। চণ্ডী ও শীতলা মায়ের পিতলের মূর্তি, বড় পিতলের ঘণ্টা, ভোগ দেওয়ার দুটি বড় কাঁসার থালা সহ অন্যান্য সামগ্রী নিয়ে চম্পট দেয়। ২০ কেজি পিতলের সামগ্রী ও ১০ কেজি কাঁসার সামগ্রী খোয়া গিয়েছে। এই ঘটনায় এলাকার হিন্দু জনসাধারণের মধ্যে ক্ষোভ রয়েছে। মন্দির কমিটির সম্পাদক মদনমোহন জানা বলেন, গ্রামের মন্দিরে একই সঙ্গে মা চণ্ডী ও শীতলার মূর্তি পুজো করা হত। দুষ্কৃতীরা মূর্তি সহ সমস্ত সামগ্রী নিয়ে গিয়েছে। এই মন্দিরের সঙ্গে কয়েক হাজার মানুষের ভাববেগ জড়িয়ে রয়েছে। অবিলম্বে দুষ্কৃতিদের গ্রেপ্তার করে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

নাবালিকাকে অপহরণ করলো মুসলিম যুবক

নাবালিকা কাকলি দাসকে (নাম পরিবর্তিত, বয়স ১৬ বছর) অপহরণ করলো মুসমিল সেখ জুনায়েদ আলি ওরফে সাইমুল। অনেক খোঁজ করেও মেয়ের খবর না পেয়ে কাকলির পরিবার জাঙ্গীপাড়া থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করে। ঘটনাটি ঘটেছে হুগলী জেলার জাঙ্গীপাড়ার অন্তর্গত পূর্ব দুর্গাপুর গ্রামে।

কাকলির বাবা কমল দাস জানায়, গত ২৪শে মে বিকাল ৫টার সময় মেয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আর ফেরেনি।পরে জানতে পারা যায় যে পূর্বদুর্গাপুর মিস্ত্রিপাড়ার বাসিন্দা সেখ জুনায়েদ আলি (পিতা জামসের আলি) কাকলিকে অপহরণ করেছে। দরিদ্র, তপশিলী জাতিভুক্ত কমলবাবু জাঙ্গীপাড়া থানায় জুনায়েদ আলির নামে অপহরণের অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ অভিযোগ নিলেও সেভাবে অপরাধীকে ধরার চেষ্টা করেনি। হিন্দু সংহতি আসরে নামলে পরে জাঙ্গীপাড়া থানা নড়েচড়ে বসে। থানার পক্ষ থেকে কমলদাসের মেয়েকে দ্রুত উদ্ধার করে তার বাবার হাতে তুলে দেবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। হুগলী জেলার সংহতির প্রমুখ কর্মী আশীষ দাস বলেন, পুলিশ প্রশাসনের উপর আমার ভরসা আছে। তবে কাকলিকে দ্রুত উদ্ধার করে তার বাবার হাতে তুলে না দিলে আমরা অন্দোলনের পথে যাব।

ইন্টারনেটে হিন্দু সংহতি <www.hindusamhatibangla.com>, <www.hindusamhati.net>, <www.hindusamhatitv.blogspot.in>, Email : hindusamhati@gmail.com

PRINTER & PUBLISHER : TAPAN KUMAR GHOSH, ON BEHALF OF OWNER TAPAN KUMAR GHOSH, PRINTED AT MAHAMAYA PRESS & BINDING, 23 Madan Mitra Lane, P.S. : Amherst Street, Kolkata - 700 006, Published at : 393/3F/6, Prince Anwar Shah Road, Flat No. 8, 4th Floor, Police Station Jadavpur, Kolkata 700 068, South 24 Parganas,
Editor's Name & Address : Samir Guha Roy, 5, Bhuban Dhar Lane, Kolkata - 700 012, Phone : 7407818686/9836188899